

# تَفْسِيرُ اعُوْذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ তাফসীরে আউযু বিল্লাহ

হাদীয়ে যামান হযরত  
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার  
পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

সম্পাদনা  
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী  
চেয়ারম্যান, আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
খাদেম, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

## তাফসীরে আউযু বিল্লাহ

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

সম্পাদনায়: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

তথ্য-উপাত্ত: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে  
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ: শাবান ১৩৯৭ হি. = আগস্ট ১৯৭৭ খ্রি.

দ্বিতীয় সংস্করণ: শাবান ১৪১০ হি. = মার্চ ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ: = জুমাদাল আউলা ১৪২০ হি. = জুন ১৯৯৯

চতুর্থ সংস্করণ: রামায়ান ১৪১৫ হি. = অক্টোবর ২০০৮

পঞ্চম সংস্করণ: যুলকাদা ১৪৪১ হি. = জুলাই ২০২০ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৪৩, বিষয় ক্রমিক: ০৫

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শাহ জব্বারিয়া লাইব্রেরী, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

*Tafsir-e-Auzu Billah:* By Shaykh Muhammad Abdul Jabbar, Edit By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allama Shah Abdul Jabbar Academy, Baitush Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 100

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[www.saaibd.org](http://www.saaibd.org)

تَفْسِيرُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তাফসীরে আউযু বিল্লাহ

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।

## সূচিপত্র

শুকরিয়া .....	৯
ভূমিকা .....	১১
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা .....	১৩
তাফসীরে আউয়ু বিল্লাহ .....	১৭
আউয়ু বিল্লাহ সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা .....	১৭
اَللّٰهُمَّ (আউয়ু বিল্লাহ)-এর আভিধানিক অর্থ .....	১৮
আউয়ু বিল্লাহর তাফসীর প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত .....	১৯
সুফিয়ায়ে কেরামের অভিমত .....	২০
একটি প্রশ্ন .....	২১
জেনে রাখা দরকার .....	২২
বুয়ুর্গানে দীনের দৃষ্টিতে আউয়ু বিল্লাহ পড়ার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব .....	২৩
আউয়ু বিল্লাহর ফযীলত ও উপকার .....	২৫
আউয়ু বিল্লাহর কয়েকটি আমল .....	২৭
আউয়ু বিল্লাহর তা'সীর .....	২৭
আউয়ু বিল্লাহ সম্পর্কে মাসায়েল .....	৩০
হযরত আদম ؑ-কে শয়তান কিভাবে ধোঁকা দিল? .....	৩০
সংক্ষেপে উক্ত ঘটনার বিবরণ .....	৩১
শয়তান সৃষ্টি করার গোপন রহস্য .....	৩৬
প্রেমের খেলা .....	৩৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা .....	৪১
হযরত আদম ؑ ও শয়তান উভয়ের মধ্যে আদেশ লঙ্ঘনের পার্থক্য এবং আমাদের জন্য উপদেশ .....	৪১
শানে মুহাম্মদী ؐ-এর প্রকাশ এবং তার উসীলা ব্যতীত যেকোনো দু'আ আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হওয়ার তথ্য .....	৪৩
সুফিয়ায়ে কেরামের কয়েকটি শিক্ষণীয় মন্তব্য .....	৪৫
হযরত আদম ؑ ও ইবলীসের ঘটনার মধ্যে আরও কয়েকটি উপদেশ ....	৪৬
হযরত মুসা ؑ-এর সাথে শয়তানের মুলাকাত .....	৫১

হযরত মুসা ؑ-এর নিকট শয়তানের তিনটি গোপন তত্ত্ব প্রকাশ .....	৫১
শয়তান কখনো কখনো বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য মানুষকে ভালো কথাও বলে থাকে .....	৫২
শয়তান কোনো সময় অল্প সওয়াবের কাজ দেখিয়ে বেশি সওয়াবের কাজ হতে মাহরুম করিয়ে দেয় .....	৫৩
কোনো মানুষ শয়তানের মতো হতে পারে কি? .....	৫৩
ফেরাউনের সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ .....	৫৪
শয়তানের ছয় প্রকারের ধোঁকা .....	৫৫
পনের প্রকার মানুষের প্রতি শয়তান নারায় .....	৫৬
দশ প্রকার মানুষের প্রতি শয়তান খুব খুশি .....	৫৬
শয়তান সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা .....	৫৬
শয়তান দুনিয়ায় এসে দল গঠন করল .....	৫৭
শয়তানের মি'রাজ .....	৫৮
নফস ও শয়তানের কুপরামর্শ .....	৫৮
দুনিয়ার রহস্য .....	৫৯
এক বুয়ুর্গের নিকট নারীর বেশে দুনিয়ার আত্মপ্রকাশ .....	৬০
হযরত ঈসা ؑ ও দুনিয়াদারদের একটি ঘটনা .....	৬১
ধর্মীয় চিন্তাবিদদের অভিমত .....	৬২
হযরত ঈসা ؑ-এর সম্মুখে দুনিয়ার বিধবা নারীরূপে প্রকাশ .....	৬৭
দুনিয়াবাসীগণ তিন প্রকার .....	৬৭
দুনিয়াদারিতে সতর্কতা অবলম্বন .....	৬৮
বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও তাঁর দাসীর ঘটনা .....	৬৯
ফেরকায়ে জবরিয়া .....	৭২
গ্রন্থপঞ্জি .....	৭৫

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শয়তানের বিস্তারিত পরিচয় লাভ করে তার হাত হতে নাজাত পাওয়ার চেষ্টা করে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে নাজাত প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের মহাসম্মল ঈমান সঙ্গে করে পরকালের যাত্রার পথ পরিষ্কার করে দিতে পারেন। আমীন।

## শুকরিয়া

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

আল-হামদু লিল্লাহ, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া এজন্য যে, তিনি অনেক শিক্ষার্থীর মনযোগ পাঠ্যাবস্থায় শুধু পাঠ্যবই লেখাপড়ার প্রতি নিবন্ধ না রেখে তাদেরকে দীনী-দুনিয়াবি নানান জ্ঞানও দান করে থাকেন। তাদের মধ্যে যারা যে পথের চেষ্টা করেন তারা সে পথেরই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন।

আমাদের মহান হযরত কেবলা চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা বুয়ুর্গ, কুতুবে যমান, মুরশিদে দাওরান, পীরে কামিল শাহসুফি আলহাজ হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার ﷺ-এর মনোনীত খলীফায়ে আযম, পীরে কামিল, মমতায়ুল মুহাদ্দিসীন, আলহাজ শাহসুফি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেবও ছোটবেলা হতে তথা তাঁর পাঠ্যবস্থা হতে সম্পূর্ণরূপে মন-মগজ টেলে ধর্মের পরিপূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক গূঢ়তত্ত্বের প্রতি একান্তভাবে মনোযোগ দেওয়ায় মহান আল্লাহ তাআলা তাকে এমন কতগুলো জ্ঞান দান করেছেন, যার ফলস্বরূপ তিনি ইতঃপূর্বে কয়েকটি কিতাব প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বর্তমান প্রচেষ্টার ফসল এ পবিত্র কিতাব আউয়ু বিল্লাহ শরীফের তাফসীর। এতে মানব-জাতির প্রধান ও প্রকাশ্য দুষমন ইবলীস। যার প্রতি আল্লাহ তাআলা লা'নত সেই ইবলীসের পূর্ণ পরিচয় দান করা হয়েছে। সঙ্গে ইবলীস কিভাবে মানব-জাতিকে ধোঁকা দেয়, কোন পন্থায় পাপের পথে লিপ্ত করে, ঈমানদারদের ঈমান কেড়ে নেয় এবং তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কি এবং পয়গাম্বর, নবী, অলী, গাউস, কুতুব ও সাধারণ মানুষের প্রতি শয়তানের কি ধরনের ব্যবহার ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

অতএব এ কিতাব মনোযোগ সহকারে পাঠের দ্বারা আলেম, ফাযিল, হাফিয, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণির কর্মচারী, কৃষক, দীন-ভিখারি তথা সর্বপ্রকারের মানুষের জন্য বিশেষ উপকার সাধিত হবে বলে

বিনীত

আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ

আগস্ট ১৯৭৭ ইংরেজি

## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানিতে প্রায় পনের বছর পূর্বে আমি চট্টগ্রামে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকিয়া গ্রামে থেকে পাঁচলাইশ ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদরাসায় পড়ানোর খেদমতে মশগুল ছিলাম। তখন পাঠ্য কিতাবাদি ছাড়াও অন্যান্য কিতাব যথা- বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও বুয়ুর্গানে দীনের লিখিত মূল্যবান গ্রন্থ দেখার সুযোগ হয়। তখন আউয়ু বিল্লাহ শরীফের তাৎপর্য আমার অন্তরে যথেষ্ট রেখাপাত করে।

মালাউন শয়তান আদি পিতা ও মাতা হযরত আদম ﷺ ও হযরত হাওয়া ﷺ-এর সাথে কী-না ষড়যন্ত্র করেছিল। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ এ পৃথিবীতে আদম-সন্তানদেরকে সেই শয়তান বিভিন্ন ধোঁকায় ফেলে কত রকমের ক্ষতি সাধন করেছে। যেমন- ভোগ-বিলাসের জালে আবদ্ধ করে সত্য ও ন্যায়নীতি হতে বিরত রাখে এবং খাহেশে নফসের নেশায় নিমজ্জিত রেখে নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ করায়। বুয়ুর্গানে দীনের এ খাহেশে নফসকে বগলের নীচের সাপ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। শয়তান ও দুনিয়ার চাকচিক্য হচ্ছে যাহিরি বা বাইরের শত্রু। নফসের খাহেশে বিভিন্নভাবে তাড়িত হয়ে শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়াই হচ্ছে ভেতরের শত্রু।

আর এ ভেতরের শত্রুই সবসময় মারাত্মক হয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে, খোদার পথের পথিকরা, তরীকতপন্থি ও সর্বসাধারণ মুসলমান ভাই-বোনেরা উল্লিখিত শত্রুদের কবলে পড়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছে। আবার কেউ ভ্রান্ত পথের যাত্রী হয়ে আল্লাহর বিরাগভাজন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মূল্যবান ঈমানটুকুও হারিয়ে সেই ভয়ঙ্কর জাহান্নামে নিজ আসন সংরক্ষিত করে নিয়েছে।

এসব বিষয়ের প্রতি চিন্তা করে আমার মনে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং অন্তরাত্মা কেঁদে উঠে। চিন্তা করতে থাকি, কি করে মুসলমান ভাইদের

তথা মানব-সমাজকে তাদের নিজ ভেতর ও বাইরের শত্রুর পরিচিতিটুকু দিয়ে অনিবার্য ক্ষতি হতে বিরত রাখব।

আমাদের প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা রাখা উচিত যে, শয়তানের পরিচয় কী? তার তৎপরতা কখন হতে আরম্ভ? আদম-সন্তানের সাথে তার শত্রুতা কিসে? শয়তানির হাতিয়ার কী? কিভাবে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে? কোন বেশে মানুষের নিকট উপস্থিত হয় ইত্যাদি। এর ওপর ভিত্তি করে প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানা কিতাব হতে সংগ্রহ করে একটি খসড়া প্রণয়ন করি। কিন্তু পীর-মুরশিদের সোপর্দ করা দায়িত্ব ও তরীকতের খেদমতেই আমার সময় ব্যয় হতে থাকে।

দীর্ঘদিন পর মনে পুনরায় আলোড়ন সৃষ্টি হলে সেই পুরোনো খসড়া পাণ্ডুলিপিগুলোকে একত্র করে আউয়ু বিল্লাহ শরীফের তাফসীর নামকরণ করে একটি ছোট কিতাব আকারে ছাপিয়ে মানুষের নিকট পেশ করার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস, এটি আলেম, হাফিয, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী অফিসার ও বিচারক সবার জন্য সমানভাবে উপদেশমূলক হবে। এটি পাঠ দ্বারা পাঠকবৃন্দের সামান্যতম উপকারও যদি হয় এ নগণ্যের মেহনত সার্থক হবে বলে আশা করি এবং আমার গোনাহসমূহের কাফফারা, মাগফিরাতের উসীলা ও আখিরাতের সম্বল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাথে সাথে প্রিয় পাঠকবৃন্দের নিকট অধর্মের নিবেদন, তারা যেন কিতাব পাঠ করার সময় আমার ভাষার ত্রুটির দিকে লক্ষ না করে আসল কথাগুলো গ্রহণ করতে মর্জি করেন। কেননা বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমার পূর্ণ অভিজ্ঞতা নেই। তা সত্ত্বেও অন্তরের উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে এবং আমার ধারণা হচ্ছে যে, সহজ ও সরল ভাষা মূল কথাগুলো প্রকাশ করা হলে সকল শ্রেণির মানুষেরা পড়ে লাভবান হতে পারবে। এ কারণে কিতাবখানিতে কোনো ভাষাবিদ লোকের নিকট হতে সাহায্য নিয়ে ভাষার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। তাই পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যে, তারা ভাষার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ইয়া আল্লাহ! নিজ দয়ায় আমার এ ক্ষুদ্র কিতাবখানি কবুল করুন এবং আপনার বান্দাদের জন্য এটি উপকারী করে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

আগস্ট ১৯৭৭

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম হযুর কেবলা আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ﷺ-এর এ মহামূল্যবান বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রায় সব কপি নিঃশেষ হওয়ার পর তিনি আল-মুনাব্বিহাতসহ এ কিতাবখানি ছাপার দায়িত্ব দেন আমি অধর্মের ওপর। চট্টগ্রামে ও বায়তুশ শরফে প্রকাশনার যাবতীয় আয়োজন থাকা সত্ত্বেও ঢাকা হতে প্রকাশের জন্য আমাকে দায়িত্ব প্রদান আমি নগণ্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দয়া ও স্নেহ মমতার প্রকাশ।

তিনি সস্নেহে বলতেন ‘বই দুটি ঈসা শাহেদী ঢাকা’ থেকে বের করবে। তাঁর পবিত্র যবানের এ উজ্জ্বল উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, বইদুটো ছাপার খরচ আমি বহন করব বা যোগাড় করব। বরং যাবতীয় খরচ তিনি অগ্রিম দিতে চেয়েছিলেন। আমি কেবল কম্পোজের আন্দায় টাকা তাঁর পবিত্র হাত থেকে নিয়েছিলাম। কথা ছিল ছাপার ফাইনাল পর্যায়ে বাকি টাকাগুলো নেব। ব্যাপারটি আমার জন্য নিশ্চয়ই গৌরবের। তাই স্মৃতিচারণের লোভ সামলাতে পারছি না।

হযুর কেবলার ইত্তিকালের পর তাঁর বড় ছেলে মাওলানা আবদুল হাই নদভী শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমীর নামে বইটি ছাপাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, হযুর কেবলার কলিজার টুকরা আপন পিতার চিন্তা ও সাধনার ফসলগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অবশ্য পীরের ছেলে হিসেবে এ নিয়ে তাঁর কোনো অহমিকা বা বাড়তি দাবি নেই। তাকে বললাম, মন চায়, আমার জীবনের সৌভাগ্যের অন্যতম প্রতীক ও আমার প্রতি হযুর কেবলার দয়া ও আস্থার নিদর্শন এ দুটি বইয়ের প্রকাশনায় আমার নামটি কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকুক।

তিনি প্রস্তাব দিলেন এবং লিখে পাঠালেন যে, আপনার নাম সম্পাদক হিসেবে থাকুক। কিন্তু যতই চিন্তা করেছি, হযুর কেবলার বইয়ের গায়ে সম্পাদক হিসেবে নাম লেখার সাহস আমার হয় না। আমার মনে আছে,

বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন ছাপা হয় তখনও প্রেসের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। তখন আমি প্রকাশক হিসেবে দু’জন প্রিয় ছোট ভাইয়ের নাম লিখে দিয়েছিলাম। হযুর কেবলা দেখে আপত্তি করেননি। আমি মনে করেছিলাম যে, বরং তিনি খুশি হয়েছেন। একজন মুহাম্মদ আবদুল হাই, আরেকজন আবদুল কাইয়ুম। হযুর কেবলার মেঝো ছেলে হাফেজ আবদুর রহীম কয়েক বছর আগে ইসলামী আন্দোলনের পথে শাহাদত বরণ করেন। আমি চাই, ওই দুই ভাইয়ের নামের সাথে আমার নামটিও যুক্ত হোক।

দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত বইটির নাম ছিল। আউয়ু বিল্লাহ শরীফের তাকসীর। নামটি সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে হযুর কেবলা সানন্দে রাযি হয়ে নামকরণ করেন তাকসীরে আউয়ু বিল্লাহ। তিনি বই এর প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও অনুমোদন করেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, বইটি মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া এবং তার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, কাজটি সময়মত আঞ্জাম দিলে তা আমার জীবনের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারত। বইয়ের প্রফগুলো যত্ন সহকারে দেখব এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর আউলিয়ার গুরুত্ব বইটির মতো সুন্দর হবে এমন আশা হয়তো তিনি করতেন। আরও দুয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় ছিল যা আঞ্জাম দিতে বলেছিলেন। যেমন তিনি হুকুম দিয়েছিলেন যে, হযরত আবুল হাসান খারাকানী ﷺ ও দুই মুরীদের হেফাজতটি উহ্য রাখবে। কারণ তার তাৎপর্য বুঝতে সাধারণ মানুষ ভুল করবে।

হযুর কেবলার এ দয়াদৃষ্টির কথা স্মরণ করে আমি এখনো আপ্লুত, তবে লজ্জিত একটি কারণে। তা হচ্ছে, যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও বইখানি তিনি দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থায় ছাপাতে পারিনি। এর জন্য আমার অবহেলা ও অলসতাকেই দায়ী করছি এবং নিজেকে তাঁর পবিত্র আত্মার সামনে অপরাধী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছি। এতদিন পরে বইটির মুদ্রণে হাত দিয়ে বারবার যেন তাঁর পবিত্র চেহারা, গোটা গোটা স্নেহমাখা দুই চোখের চাহনি আর কাঁচাপাকা নাতিদীর্ঘ দাড়ি মুবারকের ওপর ভাবের তন্মতায় হাতের পরশ বোলানোর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।

জানি যে, আমার এ অবহেলা ও বিলম্ব ক্ষমার যোগ্য নয়। তবে জানি যে, অনেক দোষ করেও আপনার সামনে গেলে আপনি সব ভুলে যেতেন।

১৫ তাফসীরে আউয়ু বিল্লাহ

আপনি যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই বইয়ের গ্রন্থ দেখেছি, বাকি সংশোধনীগুলোও সেভাবেই আনজাম দিয়েছি। চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মসজিদের দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে প্রতি বছর ইতিকাকফ করে গেছেন তার পাশে ফুলবাগানের নরম মাটির নীচে আপনার কোমল চরণে সালামের আর্জিটুকুই নিবেদন করতে চাই।

আপনার স্নেহধন্য  
মুহাম্মদ ইসা শাহেদী  
১০ জুন ১৯৯৯ ইংরেজি



## তাফসীরে আউয়ু বিল্লাহ

আউয়ু বিল্লাহ সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আ‘উয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

**প্রশ্ন:** কুরআন পাক তিলাওয়াতের পূর্বে আউয়ু বিল্লাহ কেন পড়া হয়? তার তাফসীর কী? এর মধ্যে গূঢ়তত্ত্ব কী? এটি পাঠে লাভ কী এবং এতে কি কি মাসআলা আছে?

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ!

**উত্তর:** কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আউয়ু বিল্লাহ পড়ার কয়েকটি কারণ হচ্ছে,

(ক) এটি পড়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে এবং কুরআন পাকে বর্ণিত আছে,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٥١

‘হে নবী! আপনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করবেন তার পূর্বে শয়তানে রাজীম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে নেবেন।’<sup>১</sup>

(খ) হযরত নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এবং সমস্ত ওলামায়ে উম্মতও এ রকম পড়ে আসছেন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তিলাওয়াতের পূর্বে আউয়ু বিল্লাহ পড়া সুন্নত।

(গ) যেভাবে নামাযের পূর্বে অযু করা, শরীর-মন পরিষ্কার করে মানুষকে নামাযের যোগ্য করে দেয় অনুরূপভাবে أَعُوذُ بِاللَّهِ (আউয়ু বিল্লাহ) পাঠও তিলাওয়াতকারীর মুখ ও কলবকে পাক পবিত্র করে তিলাওয়াতের যোগ্য করে দেয়।

(ঘ) কোনো ব্যক্তি যদি বাদশাহর দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করে তবে পূর্বে তাকে অনুমতি নিতে হয় অনুরূপভাবে أَعُوذُ بِاللَّهِ (আউয়ু বিল্লাহ) পড়া আল্লাহ তাআলার দরবার হতে ইজাযত নেওয়া বা তার সঙ্গে আলাপ করতে অনুমতি লাভ করার মতো।

(ঙ) প্রয়োজনবশত কোথাও যেতে হলে যেমন পরিষ্কার ও ভালো পোশাক পরিধান করতে হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে চাইলে أَعُوذُ بِاللَّهِ (আউয়ু বিল্লাহ) পড়তে হয় যা মুখ ও কলবের লিবাস-পোশাকস্বরূপ।

أَعُوذُ بِاللَّهِ (আউয়ু বিল্লাহ)-এর আভিধানিক অর্থ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম)-এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাই।

أَعُوذُ (আউয়ু) শব্দটি عَوِذُ (আওয়ুন) শব্দ হতে সংকলিত। عَوِذُ শব্দটির দুইটি অর্থ, যথা- (১) সাহায্য চাওয়া ও (২) একত্র করা। তবে أَعُوذُ بِاللَّهِ (আউয়ু বিল্লাহ)-এর অর্থ হবে (১) আমি আল্লাহর দরবার হতে সাহায্য চাই। (২) আমি আমার নফসকে আল্লাহর রহমতের সাথে যুক্ত করছি। الشَّيْطَانُ (শয়তান) শব্দটি شَطْنُ (শাতুন) বা شَيْطُ (শায়তুন) শব্দ হতে সংকলিত। شَطْنُ (শাতুন) শব্দের অর্থ হচ্ছে, দূর হওয়া। কেননা ইবলীস আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পর বেয়াদবি করার দরুন সেখান থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে।

আর شَيْطُ (শায়তুন) শব্দের অর্থ: নষ্ট হওয়া বা বাতিল হওয়া। কেননা ইবলীস আল্লাহর সাথে নাফরমানি দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার সমস্ত ইবাদত বাতিল হয়ে গেছে। أَلِفٌ (আলিফ) ও نُونٌ (নূন) অক্ষরদুইটি শব্দের

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৮

সৌন্দর্যের জন্যই যুক্ত করা হয়। الرَّجِيمُ (রাজীম) رَجِمُ (রাজমুন) শব্দ থেকে সংকলিত। رَجِمُ (রাজমুন) শব্দের ৩টি অর্থ আছে,

১. বহিস্কার করা। কেননা ইবলীসকেও বেয়াদবি করার কারণে ফেরেশতার জামাত হতে বহিস্কার করা হয়েছে। যেমন- কুরআন পাকে বর্ণিত আছে,

فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا وَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿١٠﴾

অর্থাৎ ‘আদেশ দিলেন (ফেরেশতাদের দল হতে) বের হয়ে যাও। কেননা তুমি সেখান থেকে বহিস্কৃত।’<sup>১</sup>

২. নক্ষত্র নিক্ষেপ করা। কেননা শয়তান যখনই আসমানের দিকে যেতে চায় তখনই তাকে নক্ষত্র নিক্ষেপ করে বাধা দেওয়া হয়।

৩. লা’নত (অভিশাপ) করা। কেননা আল্লাহ পাক তার নিজের, ফেরেশতাগণের ও সমস্ত মানুষের, বিশেষ করে ঈমানদারগণের তরফ থেকে শয়তানের প্রতি অভিশাপ করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন। যেমন- কুরআন পাকে বর্ণিত আছে,

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

অর্থাৎ ‘(হে ইবলীস) নিশ্চয়ই তোমার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।’<sup>২</sup>

### আউয়ু বিল্লাহর তাফসীর প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত

ওলামায়ে কেরাম ফরমায়েছেন, এ জগতে মানুষের জন্য দীনী-দুনিয়াবি অনেক আপদ-বিপদ ও বালা-মুসীবত রয়েছে যা হতে আমাদের শক্তি দ্বারা মুক্ত থাকা সম্ভবপর নয়। কেননা আমরা দুর্বল, দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, কোনো দুর্বল ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলে তখন কোনো শক্তিমানের নিকট হতে সাহায্য চেয়ে নেয়। বিপদ যত বড় ধরনের হয় শক্তিশালীর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করে। সাধারণ শত্রু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে থানার দারোগা বা পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়।

আর যদি বড় শত্রু বা বড় বিপদ হতে মুক্তি পেতে হয় তবে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা এসডি ও মন্ত্রীবর্গের নিকটও সাহায্য চাইতে হয়। সময়ে প্রেসিডেন্টের কাছেও সাহায্যের আবেদন করতে হয়। এজন্য শয়তান যখন আমাদের বড় ও প্রকাশ্য দুশমন এবং বড় ধরনের ধোঁকাবাজ তাই আমাদের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা, যিনি সর্বদা সকলের প্রতি দয়াবান ও সহায়ক। তিনিই একমাত্র আমাদেরকে উক্ত শত্রুর কবল হতে রক্ষা করতে পারেন।

এজন্য আল্লাহ পাক ফরমায়েছেন, ‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আউয়ু বিল্লাহ পড়ে সাহায্যপ্রার্থী হও। যেহেতু আমার সাহায্য ছাড়া এই বৃহৎ শত্রু হতে রক্ষা পাওয়া দায়।’ তিনি আরও ফরমায়েছেন:

إِنَّكُمْ عِدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

‘নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য ও চিরশত্রু।’<sup>৩</sup>

শয়তানের স্বভাব হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তা ও সৎকর্ম হতে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরুন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো উচ্চপদস্থ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, কিন্তু বাড়ির কুকুরটি তার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে, এ অবস্থায় মালিক ইচ্ছা করলে কুকুরকে তাড়িয়ে উক্ত ব্যক্তিকে নিজের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে শয়তানও আল্লাহর দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বাধাস্বরূপ। এজন্য তাদের দরকার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ (আউয়ু বিল্লাহ) পড়ে আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য চেয়ে নেওয়া, যেন শয়তানের বাধা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

### সুফিয়ায়ে কেরামের অভিমত

সুফিয়ায়ে কেরাম ফরমায়েছেন, যেসব বস্তু আল্লাহ পাকের যিকির হতে মানুষকে বাধা দেয় তার সবই শয়তানের মধ্যে গণ্য। তা মানুষ হোক বা জানোয়ার অথবা দুনিয়ার যেকোনো কাজ-কর্ম হোক। যেমন একদিন হযরত ওমর ؓ-এর সম্মুখে সওয়ার হওয়া (আরোহণ)-এর উদ্দেশ্যে একটি গাধা উপস্থিত করা হয়। যখন তিনি তার ওপর সওয়ার হলেন তখন গাধাটি

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৪ ও সূরা সুওয়াদ, ৩৮:৭৭

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা সুওয়াদ, ৩৮:৭৮

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:২৮ ও ২০৮, সূরা আল-আনআম, ৬:১৪২, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৬০ ও সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৬২

লাফাতে লাগল, চাবুক দ্বারা শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও সে বারবার লাফ দিতে থাকল। তখন হযরত ওমর রা এ বলে নেমে গেলেন যে, এটা শয়তান।

সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, আমরা সবসময় বড় বড় দুশমনের কবলে আছি এবং শত্রুরা আমাদের চতুর্দিক ঘিরে আছে। যথা— ক্রোধ, হাসদ, কপটতা, হিংসা, বিদ্বেষ এসব হচ্ছে গোপনীয় বা ভেতরের শত্রু। কুচরিত্র ও কুকাজ-কুকর্ম ও শরীরের প্রতিটি অংশের দোষ-ত্রুটি যেমন— চোখ দ্বারা খারাপ জিনিস দেখা, কান দ্বারা খারাপ কথা শোনা, পা দ্বারা হারাম কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া, হাতের দ্বারা হারাম কাজ-কর্ম করা ইত্যাদি হচ্ছে প্রকাশ্য বা বাইরের শত্রু।

অথচ ইনসান দুর্বল, তার পেছনে অনেক শত্রু এবং ভয়ঙ্কর বিপদসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে শয়তান হচ্ছে বড় শত্রু। তার দ্বারাই অধিকাংশ লোকের খারাপ কাজে পতিত হতে হয়। তাই মানুষ আল্লাহর পাকের দরবারে প্রার্থনা করে, ইয়া আল্লাহ! এসব শত্রু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি তোমার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি। কিন্তু একথা শুধু মুখে বললে চলবে না, বরং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহীন লোক হতে দূরে এবং কুকাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

### একটি প্রশ্ন

কোনো ব্যক্তি দীনী বা দুনিয়াবি বিষয়ে আশিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের সাহায্য চাওয়া কি আউয়ু বিল্লাহর ভাবধারার বিরোধী হবে?

এর উত্তর হচ্ছে, আশিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সাহায্য ও দুআ কামনা করা স্বয়ং আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাওয়ারই শামিল। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট সাহায্য তলব করছে, বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যই তাঁদের দরবারে যাচ্ছে।

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনো সময় বিপদগ্রস্ত হয়ে কোনো থানা অফিসারের নিকট আশ্রয় নেওয়া বা কোনো মোকাদ্দমায় জড়িত হয়ে উকিল-মোক্তারের দ্বারা কোর্ট-কাচারির সাহায্য নেওয়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ নয়, বরং সরকারি সাহায্য পাওয়ার কেন্দ্র হচ্ছে সেসব স্থান।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তোমরা আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট কেন সাহায্য চাও? তা কি আল্লাহর দরবারে চাইলে হয় না? কোনো এক উর্দু কবির ভাষায়:

جو مانگتے ہو تم اولیاء سے ☆ کیا نہیں ملتا ہے وہ خدا سے؟

এ প্রশ্নের উত্তরে কোনো এক বুয়ুর্গ ফরমায়েছেন,

جو مانگتے ہو تم اولیاء سے ☆ کیا نہیں ملتا ہے وہ خدا سے؟

অর্থাৎ ‘তোমরা রুজি-রোজগার ও রিযিক তালাশ করার জন্য ব্যবসায়ী ও ধনীদেব স্মরণাপন্ন হয়ে থাক এবং বিমার হলে ডাক্তার-কবিরাজের দ্বারে দৌড়াতে থাক, অথচ রিযিকদাতা ও শিফাদাতা একমাত্র করুণাময় আল্লাহ তাআলা। অনুরূপভাবে আমরাও আউলিয়ায়ে কেরামের উসীলা দিয়ে আল্লাহর দরবার হতে সাহায্য হাসিল করি।’

আসল কথা হচ্ছে, আমরা পাপী ও গোনাহগার বান্দা। এ গোনাহের দ্বারা আল্লাহর রহমত ও তাঁর দয়ার দৃষ্টি হতে দূরে থাকি, অন্যদিকে তিনি কুরআন পাকে ফরমায়েছেন,

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার রহমত সর্বদা আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সাথে রয়েছে।’<sup>১</sup>

যারা সবসময় বিশেষ করে নামাযের সময় আল্লাহর ধ্যানে রুজু থাকেন বা যারা আল্লাহ তাআলাকে হাযির-নাযির জেনে ইবাদত করতে থাকেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এজন্য বিপদে পতিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের নিকট সাহায্য চাইলে বা তাঁদের উসীলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করা হলে অতিসত্বর বিপদ হতে মুক্তি লাভ করা যায়, ফরিয়াদ কবুল হয় এবং আল্লাহ তাআলার রহমতের সাড়া পাওয়া যায়।

### জেনে রাখা দরকার

আউয়ু বিল্লাহ সম্পর্কে কয়েক প্রকার রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন— হযরত ইমাম আহমদ সাহেব রা হতে বর্ণিত আছে যে,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৬

['আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।']

হযরত ইমাম সাওরী ও আওয়ামী সাহেবান رحمهم الله বলেন,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

['আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনে এবং জানেন।']

কোনো এক রেওয়ায়েতে আছে, জিবরীল عليه السلام হযরত রাসূলে মকবুল عليه السلام-কে এভাবে পড়তে বলেছেন,

«أَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

['আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।']

আমাদের ইমামে আযম হযরত ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিয়ী সাহেবান رحمهم الله ফরমায়েছেন,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

['আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।']

এর ইঙ্গিত কুরআনে পাকে রয়েছে। যেমন—

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٠١﴾

['অতএব যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।']<sup>১</sup>

### বুয়ুর্গানে দীনের দৃষ্টিতে আউয়ু বিল্লাহ পড়ার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব

(ক) আউয়ু বিল্লাহ পড়ার অর্থ হচ্ছে, বান্দাগণ মাখলুক হতে ফিরে খালিকের দিকে রুজু হওয়া। এটিই তরীকতের প্রথম মনযিল।

(খ) আউয়ু বিল্লাহ পড়া নিজের দুর্বলতা ও বিনয় স্বীকার করা এবং আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কুদরতের নিকট নতিস্বীকার করা। আর এটিই হচ্ছে নিজ নফসের পরিচয় লাভ করার প্রথম মনযিল বা স্তর।

(গ) কুরআনে পাকের لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না)<sup>১</sup>-এর যাহিরি অর্থ হচ্ছে, পরিষ্কার ও পবিত্রতা ছাড়া কুরআন পাক স্পর্শ করবে না। আর বাতিনি অর্থ হচ্ছে, অপরিষ্কার মুখ ও অপরিচ্ছন্ন কলব দ্বারা কুরআনে পাকের মূল হাকীকত লাভ করতে পারবে না। বুয়ুর্গানে দীন বলেন, যে ব্যক্তি আউয়ু বিল্লাহ পড়ল সে যেন রহমতের পানি দ্বারা মুখ ও কলবের অয়ু করে নিল।

(ঘ) মুমিনদের কলব হচ্ছে আল্লাহর তাজাল্লীগাহ ও তাঁর তাওহীদের বাগান। এক রেওয়ায়েতে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ» (মুমিনের কলব হচ্ছে আল্লাহর আসন)<sup>২</sup>। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দয়া করে উক্ত বাগান হতে শয়তানকে বের করে দিয়েছেন।

তাই তরীকতপন্থীদের উচিত আল্লাহ পাকের আসন অর্থাৎ কলব হতে যিকির-আযকার দ্বারা শয়তানকে বের করে দেওয়া غلبه على كل دلائل منزل অর্থাৎ একজন আল্লাহর অলি নিজেকে লক্ষ করে বলেছেন, 'হে দিল! সব রকমের ঝামেলা ও ধ্যান-ধারণা হতে তোমাকে পরিষ্কার করে নাও। যেন মাশুক এসে স্থান পায়।' এতে আল্লাহর প্রেমিক বান্দাদের জন্য অতিমূল্যবান উপদেশ রয়েছে।

অন্য এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

يا به نشين به خلوة خانه دل ☆ مقام حق بود كاشانه دل

অর্থাৎ 'তুমি দিলকে খালি বা পরিষ্কার করে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত নিয়ে নির্জনে বসে যাও। যদি তা হয় তবে তোমার কলবকে তুমি মাহবুব হাকীকী স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বাসস্থান পরিণত দেখবে।' বড় পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رحمهم الله আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করে একথাই ফরমায়েছেন,

بے حجابہ در آ از در کاشانه ما ☆ کہ کسے نیست بجز حب تو در خانه ما

<sup>১</sup> (ক) আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৮; (খ) ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৬৮

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকিআ, ৫৬:৭৯

<sup>২</sup> আল-আজলুনী, কাশফুল খিফা ওয়া মুহীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, খ. ২, পৃ. ১১৬, ক্রমিক: ১৮৮৬; (খ) আস-সাগানী, আল-মওয়াযাত, পৃ. ৫০, হাদীস: ৭০, এটি একটি প্রবচন, হাদীস হিসেবে অপ্রমাণিত।

‘হে আমার মাহবুব! তুমি পর্দা ছাড়াই আমার কলবে স্থান নাও। কেননা এখন আমার কলবে একমাত্র তোমার মুহাব্বত ছাড়া আর কিছুই নেই।’<sup>১</sup>

### আউয়ু বিল্লাহর ফযীলত ও উপকার

সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম ﷺ বিভিন্নভাবে আউয়ু বিল্লাহ পড়েছেন। যেমন- হযরত নূহ ﷺ এভাবে পড়েছেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ

‘তিনি (নূহ ﷺ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবদার হতে পানাহ চাচ্ছি যে সম্পর্কে আমার ইলম নেই।’<sup>২</sup>

হযরত ইউসুফ ﷺ এভাবে পড়েছেন,

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ

‘ইউসুফ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন।’<sup>৩</sup>

হযরত মুসা ﷺ এভাবে পড়েছেন,

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ

‘আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ধরনের মূর্খ লোকদের মতো কাজ করা হতে।’<sup>৪</sup>

হযরত বিবি মরিয়মের মাতা এভাবে পড়েছেন,

إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ

‘আর আমি এ কন্যা ও তার সন্তানদেরকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করছি।’<sup>৫</sup>

আবার হযরত মরিয়ম ﷺ জিবরীল ﷺ-কে পুরুষের সুরতে দেখে পড়েছেন,

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ

‘আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।’<sup>৬</sup>

আমাদের হযরত নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা বারবার আউয়ু বিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে পাকের এক স্থানে এভাবে রয়েছে,

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هِزْزَتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۖ

‘(হে নবী!) আর আপনি এভাবে দুআ করুন, হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা হতে এবং হে আমার রব! আমার নিকট শয়তানের আগমন হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।’<sup>৭</sup>

অন্যত্র রয়েছে,

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ

‘অতঃপর আপনি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।’<sup>৮</sup>

আবার কুরআনে পাকের আখিরি দুই সূরায় রয়েছে,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۖ

‘বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানবকুলের প্রভুর কাছে।’<sup>৯</sup>

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقِ ۖ

‘বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।’<sup>১০</sup>

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম ﷺ বলা-মুসীবতে পতিত হলে আউয়ু বিল্লাহ পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। অতএব বোঝা গেল, আউয়ু বিল্লাহ পড়া আশিয়ায়ে কেরাম ﷺ-এর সুল্লাত। এ সুল্লাতের ওপর আমল করা আমাদেরও কর্তব্য। এতে সওয়াবও হাসিল হবে, বিপদাপদে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার দরুন বিপদও দূর অথবা আসান হবে।

<sup>১</sup> আল-জিলানী, দিওয়ানে হযরত গউসুল আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃ. ১

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা হূদ, ৭:১১

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:২৩

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:৬৭

<sup>৫</sup> আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৬

<sup>৬</sup> আল-কুরআন, সূরা মারয়াম, ১৯:১৮

<sup>৭</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৯৭৯৮

<sup>৮</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৮

<sup>৯</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নাস, ১১৪:১

<sup>১০</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ফালাক, ১১৩:১

### আউয়ু বিল্লাহর কয়েকটি আমল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবীর রাগান্বিত অবস্থায় তার মুখ দিয়ে ফেনা বা থুথু বের হচ্ছিল। হযরত ﷺ তা দেখে বলে উঠলেন, ‘যদি এ লোকটি আউয়ু বিল্লাহ পড়ে নিত তবে তার রাগ চলে যেত।’ উক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাগের দ্বারা মানুষের অনেক প্রকার খারাবি প্রকাশ পায়। উক্ত অবস্থায় আউয়ু বিল্লাহ পড়ে নিলে অনেক ক্ষতি হতে বাঁচতে পারা যায়।

বুস্তানুত তাফসীর নামক কিতাবে একটি রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ ফরমায়েছেন, ‘যে ব্যক্তি দৈনিক দশবার আউয়ু বিল্লাহ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন হেফযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন, যেন সে শয়তান হতে রক্ষা পায়।’

তাফসীরে রুহুল বায়ানে আউয়ু বিল্লাহর তাফসীরে হযরত হাসান ﷺ ফরমায়েছেন, ‘যে ব্যক্তি পরিষ্কার কলব ও খাঁটি মনে আউয়ু বিল্লাহ পড়বে, সেই ব্যক্তি ও শয়তানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তিনশত পর্দা করে দেবেন।’<sup>১</sup> তিনি একথাও ফরমায়েছেন যে, ‘এটি অনেক লোকের পরীক্ষিত এবং নিজেও পরীক্ষা করে দেখুন।’

বুয়ুর্গানে দীন ফরমায়েছেন, আউয়ু বিল্লাহর মধ্যে আশ্চর্য ধরনের গুণাগুণ রয়েছে। তাই এটি পড়তে থাকলে সকল দুঃখ-পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। অক্ষমতায় অপরের দ্বারা পড়িয়ে শুনুন। মনোযোগ সহকারে আউয়ু বিল্লাহ পড়লে বা শুনলে দুনিয়ার সব চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা সরে যাবে। অন্তত কিছুসময়ের জন্য হলেও চলে যাবে।

### আউয়ু বিল্লাহর তা’সীর

একথা কারও অজানা নয় যে, কুরআনে পাকের কথা বাদ দিলেও শুধু আউয়ু বিল্লাহ ভক্তি-সহকারে খাঁটি মনে সুন্দরভাবে পড়া আরম্ভ করলে যদি পড়া শুদ্ধ ও সুন্দর আওয়াজে হয়ে থাকে, মসজিদে বা মজলিসে যেখানেই পড়া হোক, সকল শ্রোতার মন-দিল খুশি হয়ে যাবে এবং শান্তি অনুভব করবে। এটি একমাত্র কুরআনে পাকেরই কারামত। পৃথিবীর অন্য কোনো কিতাব ও ভাষায় বা অন্য কোনো কবিতার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে না।

<sup>১</sup> ইসমাইল হক্কী, রুহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫

এ দুনিয়ার নাম করা আরবি সাহিত্যিক ও কবিগণ অনেক চেষ্টা সাধনা করেও কুরআনে পাকের একটি ক্ষুদ্র আয়াতের সমকক্ষ আর একটি আয়াত রচনা করতে সক্ষম হয়নি, বরং প্রত্যেকে অক্ষমতা স্বীকার করে গেছেন।

أَعُوذُ (আউয়ু) শব্দ অনেক দুআর পূর্বে যুক্ত রয়েছে। যথা- নবী করীম ﷺ হতে মিশকাত শরীফে এ মর্মে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তার মধ্যে এক রেওয়ায়েতে আছে, ‘যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল নিম্নোক্ত দুআ পড়বে ইনশা আল্লাহ সমস্ত বিষাক্ত জিনিসের দংশন হতে সে মাহফুয (নিরাপদে) থাকবে।’

### দুআ:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».

[‘আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।’]

আর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ নিম্নের দুআটি প্রায় সময় পড়তেন এবং তিনি ফরমায়েছেন, ‘যে ব্যক্তি এ দুআটি পাঠ করবে ইনশা আল্লাহ সে সকল দুঃখ-পেরেশানি, অক্ষমতা, অবহেলা, সাহসহীনতা, কৃপণতা ও কর্জ ইত্যাদি হতে মাহফুয থাকবে।’

### দুআ:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

‘ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫০, হাদীস: ২৪২৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস: ২৭০৯:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَيْقِيَتْ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: «أَمَّا لَوْ قُلْتُ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تُضْرَكْ».

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭৯, হাদীস: ৬৩৬৯; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭৯-২০৮০, হাদীস: ২৭০৬:

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযুর ﷺ নিম্নের দুআটিও পড়তেন এবং ফরমায়েছেন, ‘এ দুআ যে পড়বে সে সমস্ত অপছন্দনীয় ও বিশী ধরণের রোগ হতে মুক্ত থাকবে,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ».

‘ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, মাতলামি ও খারাপ রোগসমূহ হতে।’<sup>১</sup>

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযুর ﷺ কেউ ঘুমে ভয় পেলে এ দুআ পড়ার উপদেশ দিয়েছেন,

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ».

‘আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর রোষ ও তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে আর শয়তানের খটকা হতে আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে।’<sup>২</sup>

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ বড় ছেলেদেরকে উক্ত দুআটি শিখিয়ে দিতেন এবং ছোট ছেলেদের গলায় তাবীয বানিয়ে বেঁধে দিতেন। আর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত নবী করীম ﷺ ইমাম হাসান ও হুসাইন ﷺ-এর

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদীস: ১৫৫৪; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ = আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৫২০, হাদীস: ৩৪৮৪-৩৪৮৫:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ».

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবানন, খ. ৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৩৮৯৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ = আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৫৪১, হাদীস: ৩৫২৮:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ»، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، يُلْقِيهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

জন্য এ দুআ পড়তেন এবং একথাও ফরমায়েছেন, ‘আমার পরদাদা হযরত ইবরাহীম ﷺ হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাইল ﷺ-এর জন্য এ দুআর তাবীয বানিয়ে দিতেন।’

### আউয়ু বিল্লাহ সম্পর্কে মাসায়েল

১. কুরআন পাক তিলাওয়াত করার পূর্বে اَعُوذُ بِاللّٰهِ, তারপর بِسْمِ اللّٰهِ পড়া সুন্নত।
২. মুক্তাদীগণ اَعُوذُ بِاللّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়বে না। কেননা ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ কিরাআত পড়েন না। বরং ইমামের কিরাআতই তাদের কিরাআত, এটি শরীয়তের বিধান।
৩. উস্তাদের সম্মুখে সবক পড়ার সময় اَعُوذُ بِاللّٰهِ পড়া সুন্নত নয়, বরং বরকতের জন্যই পড়া হয়।
৪. ঈদের নামাযে ইমাম সাহেব প্রথম তাকবীর বলার পর শুধু سُبْحَانَكَ শেষ পর্যন্ত পড়বেন, اَعُوذُ بِاللّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ চতুর্থ তাকবীরের শেষে পড়ে কিরাআত আরম্ভ করবেন।
৫. নামাযের ভেতর কিরাআতের পূর্বে اَعُوذُ بِاللّٰهِ চুপে চুপে পড়বে যেভাবে سُبْحَانَكَ চুপে চুপে পড়া হয়।

### হযরত আদম ﷺ-কে শয়তান কিভাবে ধোঁকা দিল?

যখন হযরত আদম ﷺ-কে তাঁর বিবিসহ বেহেশতে রাখেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে লক্ষ করে ফরমায়েছেন, যা কুরআন পাকে এভাবে উল্লেখ রয়েছে,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ = আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ২০৬০:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ: «أَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَمَّةَ»، وَيَقُولُ: «هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ».

অর্থ ‘হে আদম! তোমার বিবিসহ বেহেশতে শান্তিতে বসবাস কর এবং বেহেশত হতে নানা প্রকার খাদ্য ও পানীয় বস্তুসমূহ যত ইচ্ছা ব্যবহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, তা হলে জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।’<sup>১</sup>

এ ঘটনা কারও অজানা নয় যে, শয়তান গর্ব করে আদম ﷺ-কে সিজদা না করার দরুন মালাউন হয়ে গেছে। এজন্য তার সাথে আদম ﷺ ও তাঁর সন্তানদের বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই শত্রুতায় হযরত আদম ﷺ-কে ধোঁকায় ফেলে বেহেশত হতে বের করে দিয়েছে। এর ইঙ্গিত নিম্নের আয়াত শরীফে রয়েছে,

فَاللَّهُمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَارْجِعْهَا مِمَّا كَانَ فِيهِ ۝

অর্থাৎ ‘শয়তান তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে যেখানে ছিল সেখান থেকে বের করে দিল।’<sup>২</sup>

### সংক্ষেপে উক্ত ঘটনার বিবরণ

তাফসীরে আযীযীতে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জান্নাতে হযরত আদম ﷺ-এর খেদমতগার হিসেবে ময়ূর পাখী ও সাপ ছিল। শয়তান সর্বদায় চিন্তায় মগ্ন ছিল যে, কিভাবে আদম ﷺ-কে ধোঁকায় ফেলা যায়। সে একদিন জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হয়। ময়ূরও ঘুরে-ফিরে দরজায় উপস্থিত হয়। তখন সাপ ময়ূরের সঙ্গে বিবেচনা করে ময়ূরকে বলল, যেকোনো প্রকারে তাঁদেরকে জান্নাতের দরজায় নিয়ে আসবে। এরপর ময়ূর গিয়ে সাপের সাথে পরামর্শ করে এবং শয়তানের নিকট নিয়ে আসে। শয়তানের সাথে সাপের মোলাকাতের পর শয়তান তাকে বলল, তুমি আমাকে মুখে করে জান্নাতের দেয়ালের ওপর উঠিয়ে দেবে।

এরপর ময়ূর আদম ও বিবি হাওয়া ﷺ-এর সম্মুখে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। তারা উভয়ে জীবনের প্রথম ঘটনা এ নাচ দেখায় মশগুল হয়ে পড়লেন। ময়ূর নাচতে নাচতে জান্নাতের দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আর আদম ﷺ ও বিবি হাওয়া ﷺ তাকে অনুসরণ করতে করতে জান্নাতের দরজায় এসে পড়লেন। পূর্বের কথা অনুযায়ী শয়তানকে জান্নাতের দেয়ালের

ওপর সাপ উঠিয়ে দিল। তখন শয়তান সেখান হতে আদম ﷺ-কে লক্ষ করে বলল, জনাব! আমি আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করেছি। এখন আমি চাই সেই দোষের কাফফারা আদায় করতে। আমি আপনাকে উচ্চ মরতবায় পৌঁছিয়ে দেব, যা দ্বারা আপনি খুশি হবেন এবং আমার প্রতি যে রাগ ছিল তাও দূর হয়ে যাবে।

তা হচ্ছে এই যে, আপনারা জান্নাতের আরাম-আয়েশে থেকে ধোঁকা খাবেন না। কেননা এটি অল্প কয়েকদিনের জন্য। এটি শান্তি স্থায়ী নয়, মউত এসে আপনাদের সব মিটিয়ে দেবে। তখন হযরত আদম ﷺ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মউত কী? এর উত্তরে শয়তান মউতের সময় মানুষের ওপর যা কিছু ঘটে থাকে তা সে হাত-পা দ্বারা চিৎ-কাত হয়ে শুয়ে সবকিছু ইশারা দ্বারা তাদেরকে দেখিয়ে দিল। এটা দেখে তারা ভয় পেলেন এবং বলে উঠলেন, এ মউত হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো পন্থা আছে কি? এর উত্তরে শয়তান কি বলল তা কুরআন পাকেই বর্ণিত আছে। যথা—

قَالَ يَٰأَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ۝

অর্থাৎ ‘হে আদম! আমি কি আপনাকে এমন একটি অমরত্বের গাছ দেখিয়ে দেব? এবং এমন রাজত্ব (দেখিয়ে দেব কি) যাতে কোনো দিন দুর্বলতা আসবে না।’<sup>৩</sup>

তখন হযরত আদম ﷺ বলে উঠলেন, সেই গাছ কোথায়? শয়তান তখন আদম ﷺ-কে ওই গাছ দেখিয়ে দিল যে গাছের নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ পাক নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, গাছের ফল খাওয়া তো মুশকিল। কেননা আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করা হবে, বেয়াদবি হবে এবং বিপদ আসবে, এটা হতে পারে না। শয়তান বলল, আপনাদেরকে নিষেধ করার কারণ কি জানেন? যা কুরআন পাকের ভাষায়:

مَا نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَائِكَةً ۝

অর্থাৎ ‘আপনাদের প্রতিপালক আপনাদের উভয়কে এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা হয়ত আপনারা ফেরেশতা হয়ে যাবেন নতুবা সর্বদা জান্নাতবাসী হয়ে থাকবেন।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:৩৫

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:৩৬

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা তুয়াহা, ২০:১২০



এরপরও যখন হযরত আদম ﷺ ফল খেতে সাহস করছেন না তখন শয়তান বলল,

وَقَالَتْ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَوْنٌ تَصِحَّيْنِ ۝

অর্থাৎ ‘তাদের সামনে সে হলফ করে বলল, নিশ্চয় আমি আপনাদের জন্য সৎ উপদেশদাতা।’<sup>২</sup>

তখন হযরত আদম ﷺ তার হলফ শুনে ধোঁকায় পড়ে গেলেন। (কেননা জীবনে এ প্রথমবার তিনি শপথ করার ঘটনা শুনতে পান আর এটাই ছিল জীবনে প্রথমবার হলফ শোনা এবং হলফ দ্বারা মানুষকে ধোঁকায় লিপ্ত করার সর্বপ্রথম ঘটনা)। সে প্রথমে হযরত বিবি হাওয়া ﷺ-কে ফল খাওয়াল, পরে তার দ্বারা আদম ﷺ-কে খাওয়াল। এতে আল্লাহ পাকের আদেশ লঙ্ঘন করায় তারা বিপদগ্রস্ত হলেন।

জান্নাতী পোশাক তাঁদের শরীর হতে উড়ে যেতে লাগল। সেখানে আর টিকে থাকতে পারছেন না। গাছের পাতা দ্বারা শরীর ঢাকতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাত হতে বের করে দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন। আর বললেন,

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

অর্থাৎ ‘তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছুদিন এ জমিনে থাকতে হবে এবং তোমাদের খাওয়া-পারার ব্যবস্থাও এ জমিনে রয়েছে।’<sup>৩</sup>

আল্লাহ পাকের হুকুম লঙ্ঘন করার দরুন হযরত আদম ﷺ-কে আরামের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, জমিনে গিয়ে চেষ্টা ও কষ্ট ভোগ করে রুজি নির্বাহ করার বা খোরাক যোগাড় করার ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে হল। এটা এক ধরনের শাস্তিস্বরূপ। বিবি হাওয়া ﷺ-এর জন্য শাস্তিস্বরূপ গর্ভধারণের কষ্ট ও মাসিক খোনজারির কষ্ট, জ্ঞানের কমতি ও মিরাসী সম্পত্তিতে ভাগ কম রাখা হয়। সাপ শয়তানের সহযোগিতা করার দরুন শাস্তিস্বরূপ তার পাগুলো গোপন করে দেওয়া হল। সারা জীবন তাকে পেটের ওপর ভর দিয়ে কাটাতে হবে। মাটিতেই তার খোরাক রাখা হয়।

আর ময়ূরকে শাস্তিস্বরূপ তার সুরত-শেকল বদলিয়ে দেওয়া হয় এবং দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী জোড় মিলিয়ে বাচ্চা পয়দা করার পন্থাটিও আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিলেন। এখন তার বাচ্চা পয়দা করার নিয়ম হচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে অনৈক্ষণ পর বীর্য বের হয়ে পড়ে এবং পরে ঠোট দ্বারা গিলে ফেলে। তা দ্বারা গর্ভধারণ হয় এবং বাচ্চা পয়দা হয়। আর ইবলীসকে তার শাস্তিস্বরূপ কিয়ামত পর্যন্ত বেইজ্জতি ও লানতের হার গলায় পরিয়ে শয়তান ও মরদুদ নামে অভিশাপগ্রস্ত করে দেওয়া হয়।<sup>৪</sup>

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে কেন সৃষ্টি করেছেন? সে না হলে এ ঘটনা ঘটত না। সে যদি আদম ﷺ-কে ধোঁকা না দিত আমরা তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ বেহেশতবাসী হয়ে থাকতে পারতাম। সে না হলে আমরা কোন পাপ কাজ ও নাফরমানি করতাম না। সকলেই নেক্কার ও নির্দোষভাবে জীবন যাপন করতে পারতাম।

এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ পাক স্বয়ং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ। একমাত্র তাঁরই হাতে এ জগতের রাজত্ব। যেমন- কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে,

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ۝

‘তিনিই মা’বুদ, সৃষ্টিকর্তা, ঠিকঠিকভাবে সৃষ্টিকারী।’<sup>২</sup>

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

‘আসমান জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।’<sup>৩</sup>

بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

‘তারই কুদরতের হাতে এ দুনিয়ার ক্ষমতা, তিনিই যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।’<sup>৪</sup>

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۝

<sup>১</sup> শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, তাফসীরে ফাতহুল আযীয = তাফসীরে আযীযী, খ. ১, পৃ. ১৮১-১৮৩

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯:২৪

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৪২

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-মুলক, ৬৭:১

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ’রাফ, ৭:২০

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ’রাফ, ৭:২১

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:৩৬

‘তাঁর হুকুমের কোনো পরিবর্তন নেই।’<sup>১</sup>

لَا مَعْقُبَ لِحُكْمِهِ ۝

‘তাঁর হুকুম টলানোর কেউ নেই।’<sup>২</sup>

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ۝

‘তিনি যা কিছু করে থাকেন তার ওপর প্রশ্ন করার কারও ইখতিয়ার নেই।’<sup>৩</sup>

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, দুনিয়ার কোনো স্থানে বা কোনো শহরের মধ্যে যদি কেউ কোনো একটি জায়গা ক্রয় করে মালিক হয় তারপর সেখানে নিজের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করে, তখন সে ব্যক্তির ওপর কারও একথা বলার অধিকার থাকে না যে, কেন এ স্থানে বৈঠকখানা বানিয়েছে? কেন এ স্থানে পাক ঘর তৈরি করেছে? এবং কেন এ স্থানে পায়খানা দিয়েছে অথবা কেন এখানে গোসলখানা করেছে? অনুরূপভাবে এ জগতের স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। কাজেই তাঁর এ সৃষ্টিজগতের কর্তৃত্বের ওপর প্রশ্ন করার অধিকার কোনো বান্দার থাকতে পারে না। হযরত আল্লামা জালালউদ্দীন রুমী رحمہ اللہ মসনবী শরীফে ফরমায়েছেন,

ہست جملہ خلق پیش بارگاہ ☆ ہجول نقاش پیش سوزن کارگہ

অর্থাৎ ‘সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ তাআলার ইখতিয়ার ও কুদরতের সম্মুখে সেভাবে নত রয়েছে যেভাবে নকশাকারীর হাতে সুঁই ও কাপড়ের টুকরো নত রয়েছে।’

নকশাকারী যেমন সুঁই-সুতো দ্বারা কাপড়ের ওপর যা ইচ্ছা নকশা উঠাতে পারে। এতে কাপড়ের যেমন বলার কোনো অধিকার থাকে না যে, কেন আমার ওপর গাধার বা কুকুরের ছবি বা গুয়েরের বা হাতির বা ঘোড়া বা অন্যান্য জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কন করেছে? অনুরূপভাবে খালিক ও মালিকের ওপর কোনো মাখলুকের বলার কোনো অধিকার থাকে না যে, কেন এ জগতে শয়তানকে সৃষ্টি করা হল? কেন বিষাক্ত সাপ সৃষ্টি করা হল? বা কেন অন্যান্য মাখলুকাত সৃষ্টি করা হল? এসব কিছু চিন্তা করলে দেখা যায়, সৃষ্টিজগতে

বিভিন্ন ঘটনা ঘটানোর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে তা বোঝার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান অক্ষম। অবশ্য বুয়ুর্গানে দীন আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা চিন্তা ও গবেষণা করে কিছু কুদরতের শান বয়ান করেছেন। এর মধ্যে কিছু এখানে বর্ণনা করা হল।

### শয়তান সৃষ্টি করার গোপন রহস্য

১. আল্লাহ তাআলা যদি শয়তানকে সৃষ্টি না করতেন এবং শয়তান আদম عليہ السلام-কে ধোঁকায় ফেলে জান্নাত হতে বের না করতেন তা হলে আল্লাহ তাআলার অনেক কুদরত প্রকাশ পেত না এবং শানে এলাহীও গোপন থেকে যেত। আমরাও এ কুদরতের কারখানা হতে সকল বিষয়ে মাহরুম থেকে যেতাম। সৃষ্টিকর্তার অনেক অনেক কুদরত আমরা দেখতে পেতাম না এবং তাঁর অনেক ইহসান ও নানা প্রকার নেয়ামত হতে সকলে বঞ্চিত থেকে যেতাম। মোটকথা এসব না হলে দুনিয়ার অনেক কিছুই প্রকাশ পেত না। এ দুনিয়াতে সওয়াব ও আযাবের কোনো হুকুম থাকত না এবং নবীগণকে মানুষের নিকট পাঠানোর কোন জরুরত হত না। আরও বলা যেতে পারে, এ জগতে রাজা, উযীর, আমীর, কোর্ট, কাসারি, উকিল, মোজার, থানা, দারোগা, পুলিশ, পেশকার, ব্যারিস্টার, হাকিম, মুনসিফ ও জজ কারও দরকার হত না। মনে করুন, এখনও যদি শয়তান না থাকে এসব বিভাগ বেকার হয়ে পড়বে।

২. শয়তান যদি আদম عليہ السلام-কে ওই গাছের ফল খাইয়ে পাপে লিপ্ত না করাত তবে আল্লাহ পাকের যেসব গুণবাচক নাম যথা— গফফার, সাত্তার, কাহহার, রহমান, রহীম, তাউওয়াব, হালীম ও গফুর ইত্যাদি নামসমূহের মান প্রকাশ পেত না এবং পাপ করার পর তওবার নিয়মও পাওয়া যেত না। তওবার পর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এরপর আরও বেশি নৈকট্য লাভ করা ও দয়ার দৃষ্টি হাসিল করা কিছুই হত না। যা না হলে অলী-দরবেশ, পীর-বুয়ুর্গ, নেক্কার-পরহেজগার, হাজী-গাজী, দাতা প্রভৃতি প্রশংসনীয় উপাধিসমূহ কারও ভাগ্যে জুটত না। এসবই শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ বা মোকাবিলা করে লাভ হয়। আবার এটা না হলে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুরাস্তা ও কুরাস্তা, বেহেশতী ও দোযখী ইত্যাদি চিহ্নিত হত না।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০:৬৪

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আর-রা’দ, ১৩:৪১

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৩

৩. আবার এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য শরীয়ত-তরীকতের পছন্দও কোনো প্রয়োজন হত না।
৪. ইবলীস যদি হযরত আদম ﷺ-কে ধোঁকা দিয়ে বের না করত তবে আমরা সর্বদা একস্থানে বাস করে শান্তি ও আরামের মূল্য বুঝতে পারতাম না। কিছুদিন দূরে সরে পড়ার দরুন তার মূল্য বৃদ্ধি পেল। এছাড়া অনবরত একই স্থানে থাকলে হয়তো কোনো সময় বিরক্তি এসে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা কিছুদিনের জন্য তাকে সেখান হতে সরিয়ে দিলেন।
৫. আমরা যদি সর্বদা জান্নাতবাসী হয়ে থাকতাম তবে সেখানে নির্দিষ্ট কয়েক প্রকারের খানাপিনা গ্রহণ করতে হত, কোনো কোনো বিষয়ে অনুমতিও নিতে হত। কিন্তু সেখান হতে বের হয়ে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন দ্বারা এখানে নানা প্রকার ফল-ফলাদি ও নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকারের সুখ শান্তি ও আরাম-আয়েশের আসবাবপত্র নসীব হল অর্থাৎ এতে আল্লাহ পাকের কুদরত প্রকাশ করা হল। সেখানের আরাম-আয়েশ অন্য রকম ছিল। এ জগতে এসে আর এক রকম স্বাদ পাওয়া গেল।
৬. হযরত আদম ﷺ সেখান হতে বের হয়ে আসার দ্বারা মানব-জাতি এ জগতের নানান প্রকার কুদরতের নমুনা দেখতে পেল যথা— আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা, তরুলতা, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, স্টিমার, রেলগাড়ি, জাহাজ, রকেট, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়ারলেস, কার, বাস, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।
৭. আবার সে যদি না হত এবং আমরা যদি জান্নাত হতে বের হয়ে না আসতাম তা হলে সেখানে ছোট মনে থাকা হত। কেননা কখন কি নির্দেশ আসে মনের মধ্যে একপ্রকার ভয় বিদ্যমান থাকত। কতদিন থাকতে হবে, কখন বের হয়ে যেতে হবে, এ ধরনের দুশ্চিন্তা লেগে থাকত এবং মেহমান-স্বরূপ বসবাস করতে হত। কিন্তু এখন আবার নিজ নেক আমলের দ্বারা ইবাদত-বন্দেগি নিয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করে মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে বেহেশতে ঢুকে যাব। তখন জান্নাতের সর্বস্ব মালিক হয়ে যাব। কোনো প্রকার বাধা-বিঘ্ন, চিন্তা-ধাক্কা কিছুই থাকবে না।

সারকথা হচ্ছে যে, এসব ঘটনা সেই প্রসিদ্ধ বাক্যের মতোই, *فَعِلْ الْحَكِيمَ لَا يَخْلُو عَنْ الْحِكْمَةِ* অর্থাৎ ‘জ্ঞানীর কাজ দৃশ্যত ভালো হোক বা মন্দ হোক তার মধ্যে অবশ্যই হেকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে।’<sup>১</sup> তাই সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার আহকামুল হাকিমীন, যার জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, কুদরতের অন্ত নেই, তার কর্মসমূহের ভেতরও সম্ভব কত যে হেকমত নিহিত রয়েছে তা সব বুঝে নেওয়া সকলের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা হবে না। এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কুদরতই প্রকাশ পায়। তিনি ভালো হতে মন্দ, মন্দ হতে ভালো প্রকাশ করে থাকেন এবং অন্ধকার থেকে আলো, আলো থেকে অন্ধকার, রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত, মূর্দা থেকে জিন্দা যেমন— ডিম থেকে বাচ্চা, জিন্দা থেকে মূর্দা যেমন— মুরগী থেকে ডিম, জিন্দা থেকেও জিন্দা পয়দা করে থাকেন। আবার একই ধরনের রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য, আসমান-জমিন হতে পয়দা করে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ইত্যাদি ঋতুসমূহ দেখিয়ে থাকেন। এসব দ্বারা তাঁর কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাই বলতে হয়, আসলে ইচ্ছা করলে সব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়। কেন ঠাণ্ডা সৃষ্টি করা হল বা কেন গরম করা হল? বা তিজ্ব হল কেন? মিষ্টি কেন হল? লাল না করে কাল সৃষ্টি করা হল কেন? এভাবে লেবু টক কেন? আঙুর মিষ্টি কেন? মরিচ ঝাল কেন? তেঁতুল টক কেন? এ ধরনের কেন, এ ধরনের কেনোর কোনো শেষ নেই। জ্ঞানী ব্যক্তির বুঝে নিতে পারেন এসব মিলেই দুনিয়ার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং এসবের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার হেকমত বোঝা যায়। যেমন— দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে যে, পরিষ্কার পানি ও কাদা মিশ্রিত হয়ে ফলের বীজ বের হয়। যথা— ধান ও অন্যান্য বৃক্ষের বীজ। ঠাণ্ডা ও গরম উভয়ের শক্তি দ্বারা বিদ্যুতের পাওয়ার তৈরি হয়, যা দ্বারা আজ সকল শহর, গ্রাম, অফিস, আদালত, কোর্ট-কাসারি আলোকিত করা হচ্ছে। বর্তমানের অধিকাংশ মিল-কারখানা, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি গোটা সভ্যতাই বিদ্যুতের ওপরই নির্ভরশীল।

আমি আমার হযরত পীর সাহেব কেবলা আলহাজ শাহসুফি মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার সাহেব ﷺ-এর সুহবতে ও খেদমতে থেকে তাঁর পবিত্র যবানে ও আমার নিজ জ্ঞানে উক্ত বিষয়ে চিন্তা করে কুরআন মজীদে আয়াতের যৎসামান্য ভেদাভেদ বুঝেছি তা বর্ণনা করলাম।

<sup>১</sup> মুহাম্মদ আহসান নানুতুবী, *মুফীদুত তাগিবীন*, পৃ. ১১, ক্রমিক: ১৪২

### প্রেমের খেলা

আল্লাহ তাআলা যে প্রেমের খেলা আরম্ভ করেছেন তার ভেদ বোঝা এত সহজ নয়। প্রথমত যে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন আসলে তা ছিল মুহাব্বত ও মা'রিফতের পরীক্ষাস্বরূপ। প্রেমিকগণ বলেন, বাধা দেওয়াই খাওয়ানোর চাল। কেননা মিষ্টি ফলই খেতে নিষেধ করা হয় আর তিক্ত ফলের নিষেধের রহস্য কি? প্রবাদে আছে, **الْإِنْسَانُ حَرِيصٌ فِيمَا مُنِعَ** অর্থাৎ 'মানুষমাত্রই নিষেধকৃত বস্তুর প্রতি লিপ্সাকারী (লোভী)।' তাই বিবি হাওয়া ও আদম ﷺ-এর উক্ত বৃক্ষের প্রতি লিপ্সা হওয়া স্বাভাবিক। যখন উক্ত ফল খেয়ে নিলেন বিপদে পতিত হলেন। মুহাব্বত চায় কষ্ট ও দুঃখ, তাও স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তাআলা সেই মুহাব্বতের কষ্ট ভোগ করার জন্য কিছু দিন পর্যন্ত দূরে সরিয়ে রাখতে দর্শন ও মিলনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। যেমন- হযরত শায়খ সাদী رحمته ফরমায়েছেন,

دیدار می‌نمائی و پرہیز می‌کنی ☆ بازار خویش و آتش ما تیزی کنی

অর্থাৎ 'হে আমার মাহবুব! দেখা দাও, আবার দূরে সরে যাও। তুমি তোমার দর্শন দান করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আবার দূরে সরে থাকতে চাও। তা দ্বারা তোমার দর্শনের মূল্য বৃদ্ধি করছ ও আমার আশার আশ্রয়কে আরও উত্তপ্ত করছো।'<sup>২</sup>

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কৌশল দ্বারা আদম عليه السلام-কে কত দিনের জন্য জমিনে রেখে নিজ দর্শনের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন এবং কিছুকাল কষ্ট ভোগ করিয়ে বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন যে, নৈকট্য লাভে কি স্বাদ ও দূরে থাকাতে কি দুঃখ। একথা চিন্তাশীল সুফিয়ায়ে কেরামের গোপন তত্ত্ব। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সালিকীন বা আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য মূল্যবান উপদেশ।

আবার ভেবে দেখুন, কি খোদার লীলা! হযরত আদম عليه السلام শয়তানের ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে বৃক্ষের ফল খাওয়ার দ্বারা পেশাব-পায়খানার দরকার হল, অথচ বেহেশতে পেশাব-পায়খানা করার স্থান নেই। তাই তাকে জমিনে আসতে হল। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও মানব-সৃষ্টির হেকমত

প্রকাশ পেল। কেননা জমিনের খিলাফত দান করার জন্যই আদমকে সৃষ্টি করা হয়। যেমন- কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

‘আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব।’<sup>১</sup>

অথচ দেখুন, ফল খাওয়াতে আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করা হয় বা আইনের বরখেলার করা হয়। তা দ্বারা তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। পরে অনেক দিন যাবৎ নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিষমভাবে ক্রন্দন করতে হয় এবং রোনাঝারি করে চোখের পানি দ্বারা বুক ভাসাতে হয়, অগণিত পানির ফোঁটা চোখ হতে বের করতে হয়। কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম عليه السلام চোখের পানি এত বেশি ছেড়ে ছিলেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের চোখের পানি একত্র করা হলেও তার সমান হবে না। এতে নিহিত রয়েছে শানে এলাহী ও কুদরতের মহিমা।

আবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ পাকের ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির-আযকারের জন্য রয়েছে তাঁর অগণিত নূরানী ফেরেশতা। কিন্তু রোনাঝারি ও কাকুতি-মিনতি করার জন্য বনী আদমের প্রয়োজন ছিল। এজন্য তাদেরকে হেকমত ও কৌশল দ্বারা জমিনে পাঠানো হয়। যেমন- হযরত জালালউদ্দীন রুমী رحمته মসনবী শরীফে ইঙ্গিত করেছেন,

بهر گریه آمد آدم بر زمین-

অর্থাৎ ‘আদম عليه السلام-কে রোনাঝারি করার জন্যই জমিনে নিয়ে আসা হয়।’<sup>২</sup>

কেননা তিনি তার বান্দাদের ক্রন্দন ও দোষমুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করা পছন্দ করেন। যেমন- কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

অর্থাৎ ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তওবাকারী বান্দাদেরকে ও যারা পাক-পবিত্রতা রক্ষা করে চলে তাদেরকে ভালবাসেন।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> মুহাম্মদ আহসান নানুতুবী, *মুফীদুত তাগীবীন*, পৃ. ৪, ক্রমিক: ২৭

<sup>২</sup> শায়খ সাদী, *গুলিস্তা*, পৃ. ৭৪

<sup>১</sup> আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৩০

<sup>২</sup> মাওলানা রুমী, *মসনবী মা'নওয়া*, পৃ. ৩৫

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২২২

হযরত আদম ﷺ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তওবা করে আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হন। এ ঘটনার দ্বারা কুদরতের অনেক কিছু প্রকাশ পেল। পুরো দুনিয়ার মানুষের জন্য সবক দেওয়া হল যে, আদম কিভাবে করতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের হযরত পীর সাহেব কেবলা ﷺ একসময় ফরমায়েছিলেন যে, হযরত আদম ﷺ নিষেধ লঙ্ঘন করার পর জিজ্ঞাসিত হলেন, কেন তুমি ফল খেলে? তার উত্তরে তিনি বলেননি যে, শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, আপনার নাম ধরে হলফ করেছে এবং আমাদের জন্য সৎউপদেশকারী হিসেবে সে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল ইত্যাদি। কোনো প্রকার আপত্তি ও নিজেকে ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করেননি, বরং নিজেকেই দোষী গণ্য করে ও দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

### একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

সমস্ত আদম-সন্তানদের জন্য দুনিয়ার আদর্শ ও নিয়ম হিসাব থেকে গেল যে, যেকোনো ব্যক্তিকে নিজ উপরস্থ বা মুরব্বীগণ যখন দোষারোপ করবেন, তখন কোন প্রকার তালবাহানা ও আপত্তি প্রকাশ না করে বরং নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলে তা দ্বারা মুরব্বীগণের দুআ লাভ হয়। তাই রহমানুর রহীম ও গফুরুর রহীম আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ﷺ-এর নম্রতা প্রকাশ ও দোষ স্বীকার করায় নিজেই দয়া করে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য দুআ শিখিয়ে দিলেন। যেমন— কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

অর্থাৎ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজে নিজেদের নফসের ওপর জুলুম ও অত্যাচার করেছি, আপনি যদি আমাদের গোনাহ মাফ করে না দেন এবং আমাদের ওপর আপনার দয়ার দৃষ্টি না করেন তা হলে আমাদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।’

### হযরত আদম ﷺ ও শয়তান উভয়ের মধ্যে আদেশ

#### লঙ্ঘনের পার্থক্য এবং আমাদের জন্য উপদেশ

ইবলীস আল্লাহ পাকের আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। পক্ষান্তরে আদম ﷺ ও লঙ্ঘন করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, ইবলীস আল্লাহ পাকের

আদেশ লঙ্ঘন করার অজুহাত পেশ করেছিল যে, আমি আদম অপেক্ষা উত্তম। কেননা ইলম-আমলে আদম অপেক্ষা আমি বেশি অধিকার রাখি। সেই অহংকারের দ্বারা হযরত আদম ﷺ-কে সিজদা করার হুকুম অমান্য করেছিল এবং সে এ যুক্তিও পেশ করেছিল যে, আদম মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি। আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম। এ যুক্তির কারণে সে সিজদা করা হতে বিরত ছিল।

এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার হেকমত প্রকাশ হল যে, কিয়ামত পর্যন্ত আদম-সন্তানদের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি উপদেশ হাসিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে ইলম ও আমল যতই হোক না কেন তাকাবুরি ও গর্ব প্রকাশ করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং একথাও বোঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের হুকুমের সম্মুখে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা কোনো যুক্তি পেশ করা অত্যন্ত বেয়াদবি ও মারাত্মক দোষ। এ কারণেই ইবলীস মরদুদ-অভিশপ্ত ও লাঞ্চিত এবং শয়তান নামে দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শয়তান নিজেকে নির্দোষ জেনে তাকাবুরি করে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করল। এজন্য সে আল্লাহর রহমত হতে মাহরুম ও মরদুদ হয়ে গেল।

হযরত আদম ﷺ শয়তানের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করে নেওয়ায় আল্লাহ পাকের দয়ার অধিকারী ও মকবুল বান্দা হিসেবে গণ্য হলেন এবং তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল। হাদীস শরীফে আছে,

«مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ».

অর্থ: ‘যে তাকাবুরি করে তাকে আল্লাহ তাআলা ফেলে দেন, তাকে অপমানিত করেন এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাআলা তার মান মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দেন।’

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তাআলা এ হেকমত প্রকাশ করে দেখালেন যে, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাকাবুরি করলে সব

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৩

<sup>২</sup> (ক) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ৫, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৪৮৯৭, হযরত আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, মারিফাতুস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ৩০২, হাদীস: ৯৭৭, হযরত আউস ইবনে খাওলী ﷺ থেকে বর্ণিত

ধ্বংস হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হতে হয়। নম্রতা ও নীচতা সহকারে নিজের দোষ স্বীকার করে তওবা করলে তা দ্বারা আল্লাহর রহমত ও মুহাব্বত লাভ হয় এবং পরে আরও নৈকট্য নসীব হয়।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ দ্বারা আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তওবার প্রথা ও নিয়ম রেখে দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তির কোনো নাফরমানির কাজ হয়ে গেলে সে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত তলব করে এবং তওবা করে নেয়। খাঁটি মনে আল্লাহর তাআলার দরবারে তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».

অর্থ: ‘কেউ (ঘটনাক্রমে) কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে পরে তওবা করে নিলে তওবাকারী গোনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার হয়ে যায় যেমন পূর্বে তার কোনো গোনাহ ছিল না।’<sup>১</sup>

অন্য এক রেওয়াজেতে আছে,

«دَمْعَةُ الْعَاصِي تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ».

‘গোনাহগারের চোখের পানি আল্লাহর ক্রোধের আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়।’<sup>২</sup>

শানে মুহাম্মদী ﷺ-এর প্রকাশ এবং তার উসীলা ব্যতীত যেকোনো দুআ আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হওয়ার তথ্য

হযরত আদম ﷺ-এর তওবার ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীর জন্য যে শানে মুহাম্মদী ﷺ প্রকাশ করে দেখিয়ে দিলেন তা হচ্ছে, বাবা আদম ﷺ দীর্ঘদিন যাবৎ নানা স্থানে কান্নাকাটি করে অনেক চোখের পানি ভাসানো সত্ত্বেও তাঁর তওবা কবুল হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর উসীলা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়নি। তিনি একদিন একথা অনুভব করতে পারলেন যে, যার নাম মুবারক আল্লাহ পাকের নামের সাথে যুক্ত হয়ে আরশে মুআল্লায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে,

<sup>১</sup> ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৪১৯, হাদীস: ৪২৫০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আস-সাহুফী, *নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাহাবুন নাফয়িস*, খ. ২, পৃ. ৩১

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

তাঁর নামের উসীলা দিয়ে দুআ করা হলে হয়ত আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কবুল করে নিতে পারেন। কিতাবে আছে,

فَتَوَسَّلْ أَدَمَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَبِلَ تَوْبَتَهُ.

অর্থাৎ ‘বাবা আদম ﷺ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উসীলা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরই আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল করে নিলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করলেন।’<sup>৩</sup>

এ হেকমতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ ও তাঁর সন্তান সন্ততিদেকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সর্বপ্রথম মানব ও সমস্ত মানব-জাতির পিতা এবং সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম ﷺ ও পিতা আর দুনিয়ায় প্রকাশিত হিসেবে সর্বপ্রথম নবী। তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ হলেন নুবুওয়াত হিসেবে ও মর্যাদার দিক থেকে অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম ﷺ-এর অনেক উর্ধ্বে। তিনি হলেন, আল্লাহর মাহবুব ও রহমাতুল্লিল আলামীন। তিনি হলেন একমাত্র সৃষ্টির মূল, তিনিই হলেন সরদারে আশিয়া ﷺ। সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম যেসব গুণে গুণান্বিত তিনি একাই সেইসব গুণের অধিকারী এবং তদাপেক্ষাও বেশি। তাঁর নুবুওয়াতের আলো হতে অন্যান্য নবী আলোকিত হয়েছেন। কোনো বুয়ুর্গ ফরমায়েছেন,

شانِ موسىؑ اور ہے شانِ عیسیٰؑ اور ہے ☆ جن کا نام محمدؐ ہے ان کا رتبہ اور ہے

‘শানে মুসা আওর হ্যায় শানে ঈসা আওর হ্যায়  
জিনকা নাম মুহাম্মদ হ্যায় উনকা রোতবা আওর হ্যায়।’

অর্থাৎ ‘হযরত মুসা ﷺ এর মরতবা ও মর্যাদা ছিল এক ধরনের। আর হযরত ঈসা ﷺ-এর মর্যাদা ছিল অন্য এক ধরনের। কিন্তু যার নাম মুহাম্মদ ﷺ তাঁর শান ও মান-মর্যাদা ভিন্ন। অর্থাৎ তাঁর মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে, কারও সাথে তাঁর তুলনা হতে পারে না।’

<sup>৩</sup> (ক) আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ৬৭২, হাদীস: ৪২২৮; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ৩১৩-৩১৪, হাদীস: ৬৫০২; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মুজামুস সগীর*, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস: ৯৯২; (ঘ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ৫, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯, হাদীস: ২২৪৩, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা থেকে বর্ণিত

### সুফিয়ায়ে কেরামের কয়েকটি শিক্ষণীয় মন্তব্য

১. সুফিয়ায়ে কেরাম একথাও ফরমায়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা যে হেকমতের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ عليه السلام-কে তাঁর ভাইদের হিংসা দ্বারা জঙ্গলে নিয়ে কূপের ভেতর ফেলে দিলেন, পরে সেখান থেকে পথিকদের দ্বারা উঠিয়ে বাজারে নিলাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আবার মিসরের বাদশাহ আযীয তাঁকে ক্রয় করে নেন। পরে তার স্ত্রী যুলাইখা ইউসুফ عليه السلام-এর রূপ দেখে তাঁর ওপর আশেক হওয়ায় যুলাইখা নিজ মতলবের স্বাদ মেটাতে পারেনি বলে বাহানা করত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। তারপর তার খাবের তা'বীরের ইলম প্রকাশ করিয়ে প্রথমে উযীর ও মিসরের বাদশাহি দান করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম عليه السلام-কে শয়তানের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিয়ে তাঁকে জমিনে নিয়ে আসেন এবং পরে এ জমিনের খিলাফত দান করেন। আসলে এ উদ্দেশ্যেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।
২. আরও কুদরতের খেলা এই ছিল যে, নূরে মুহাম্মদী عليه السلام তাঁর পৃষ্ঠে ছিল, অথচ তাঁর জন্মস্থান ও তাঁর নুবুওয়াতের দায়িত্ব এ জমিনে পূর্ব হতে নির্ধারিত করা হয়েছিল। তাই হেকমত ও কৌশলের দ্বারা জান্নাত হতে তাঁকে এ জমিনে নিয়ে আসা হয়। এসব কুদরতের ও প্রেমের ভেদ কয়জনে বুঝতে পারে?
৩. সুফিয়ায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে, আশেকগণের কলবে মাশুকের মুহাব্বত ছাড়া অন্য কিছু স্থান পাওয়া শিরিকের তুল্য, তাই আদম عليه السلام যখন জান্নাতে ছিলেন তখন সেখানে থাকা আরামের জীবন যাপন এবং হুর-গেলমানের খেদমত তাঁর কলবে স্থান পাওয়া আল্লাহ তাআলা সহ্য করলেন না। এজন্য আদম عليه السلام-কে জান্নাত হতে বের করে দিলেন এবং ফরমালেন, যাও! জমিনে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট ভোগ করে ইবাদতের দ্বারা কলবকে পরিষ্কার করত আল্লাহ পাকের মুহাব্বত দ্বারা কলবকে ভরপুর করে আবার জান্নাতে চলে আস।
৪. বুয়ুর্গানে দীনগণ চিন্তা করে এটিকে আল্লাহ তাআলার একপ্রকার হেকমত বলে অভিহিত করেছেন। তারা ফরমায়েছেন যে, যেভাবে চাষীগণ ধানের ও অন্যান্য ফলের বীজ নিজ বাড়ি হতে কিছুদিনের জন্য বাগানে বা চাষের জমিনে ছিটিয়ে দেয় বা মাটিতে বীজ বপন করে আসে, উক্ত বীজসমূহ মুসাফির-স্বরূপ, সেখানে কিছুদিন যাবৎ মাটি ও কাদায় মিশ্রিত

পানির সঙ্গে মিশে সেই সঙ্গে বৃষ্টির পানির চাপ, সূর্যের তাপ ও এ ধরনের নানা কষ্ট ভোগ করার পর তরতাজা ডালপাতাসহ বের হয়। পরে ফুল ফুটে ও ফল ধরে এবং পাকলে পরে ছড়ায় আরও অকেকগুলো ফল সহকারে যাকিছু ডাল পাতা, লতাপাতা থাকে বাদ পড়ে মালিক বা চাষীর বাড়িতে এসে পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা জান্নাত হতে কিছুদিনের জন্য হযরত আদম عليه السلام-কে জমিনে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে তিনি তওহীদের বীজ বপন করে নানা প্রকার দুনিয়াবি চাপ, বাধা-বিঘ্ন ও কষ্ট ভোগ করার পর যিকির-আযকার ও ইবাদতকারী চারা গাছ-স্বরূপ ডাল, লতা-পাতা, ফুল ও ফলসহ এ দুনিয়ার বাগানে বের হলেন। পরিবেশে যিকির-আযকার ও ইবাদতকারীর বিরাট এক দল তৈরি করে সেই সঙ্গে জান্নাতের অযোগ্য কাফিরদেরকে লতা-পাতাস্বরূপ বাদ দিয়ে আবার জান্নাতে এসে পৌঁছে যাবেন।

৫. সুফিয়ায়ে কেরাম একথাও আল্লাহ তাআলার আর এক প্রকার হেকমত বলে চিন্তা করেছেন যে, হযরত আদম عليه السلام-এর পৃষ্ঠে যেভাবে নবী, অলী ও বুয়ুর্গগণ মওজুদ ছিলেন অনুরূপভাবে কাফির-মুনাফিক ও ইহুদি-খ্রিস্টানরাও ছিল। তাই আদম عليه السلام-কে জমিনে এনে জাহান্নামীদেরকে রেখে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। কেননা তারা জান্নাতবাসী হওয়ার উপযোগী নয়।

### হযরত আদম عليه السلام ও ইবলীসের ঘটনার মধ্যে আরও কয়েকটি উপদেশ

পূর্বে কিছু কিছু উপদেশ বর্ণনা করার পর আরও কয়েকটি উপদেশ যা আমাদের জন্য উক্ত ঘটনার মধ্যে নিহিত তা নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১. আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۝

অর্থ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া ইখতিয়ার কর বা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং তার নৈকট্য লাভ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উসীলা তালাশ করে নাও।’<sup>১</sup>

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক খোদার প্রার্থীর জন্য নবীর জমানা না পেলে অলীদের উসীলা অত্যন্ত জরুরি। কেননা আল্লাহ তাআলা

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩৫

বিনাউসীলায় ইবাদত কবুল করেন না বলে ইবলীসকে তার অনেক দিনের ইবাদত-বন্দেগি কবুল করিয়ে নেওয়ার জন্য আদম ﷺ-কে উসীলা বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে নিজ ইবাদতের ওপর গর্ব করে উসীলা ধরাকে নীচতা স্বীকার মনে করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অগ্রাহ্য করল। ফলে তার সকল ইবাদতের ফযীলত ধ্বংস হয়ে গেল।

বুয়ুর্গানে দীনের মত এই যে, কারও অনেক গুণ ও ফযীলত থাকা সত্ত্বেও একথা মেনে নিতে হবে যে, উসীলার মর্যাদা অনেক বেশি এবং তা সকলের জন্য দরকারি। এজন্য প্রত্যেক জমানার বড় বড় বিদ্বান ও ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ জমানার পীর-বুয়ুর্গগণকে উসীলা-স্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছেন। কেননা প্রবাদ আছে যে,

«الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ»

অর্থাৎ ‘আপন জাতির কাছে শায়েখ বা পীর-মুরশিদগণের ভূমিকা নিজ উম্মতদের মাঝে নবীগণের ন্যায়।’<sup>১</sup>

২. প্রত্যেক ইবাদতকারীর সবক নেওয়া দরকার যে, শয়তান যেসব ইবাদত-বন্দেগি করেছিল তা উদ্দেশ্যমূলক বা স্বার্থ লাভের জন্য করেছিল। তা দ্বারা ইজ্জত, সম্মান ও খিলাফত লাভের উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও রেযামন্দি হাসিল করার (যা ইবাদতের মূল লক্ষ্য) মকসুদ ছিল না। এজন্য সবই বরবাদ হয়ে গেল। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিয়ত পরিশ্কার করে ইবাদত করা।

৩. আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, আল্লাহ পাকের নবী ও অলীগণের প্রতি হিংসা বা ঘৃণা পোষণ করা এত বড় মারাত্মক দোষ যে, তা দ্বারা অনেকের তওবা করাও নসীব হয় না। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»

অর্থাৎ ‘আল্লাহ পাক ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি আমার অলীগণের প্রতি দূশমনি করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।’<sup>২</sup>

দেখুন, শয়তান আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, বরং আল্লাহর ইবাদতের অনেক দিন কাটিয়েছে, কিন্তু নবীর তায়ীম বা সম্মান

না করায় বা তাঁকে ঘৃণা করার কারণে তার সব ইবাদতই বাতিল হয়ে গেল।

৪. আরেকটি উপদেশ হল যে, এমনি নাফরমানি করা এক কথা আর ইনকার অস্বীকার করা অন্য কথা। নাফরমানি দ্বারা গোনাহগার হয় বটে, কিন্তু ইনকার করার দ্বারা কাফির ও বেঈমান হয়ে যায়। তাই শয়তান ইনকার করার দ্বারা মালাউন ও বেঈমান হয়ে গেছে।

৫. একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, শরীয়তের হুকুম হচ্ছে যাহিরি চালচলনের ওপর। যদিও আল্লাহ তাআলার ইলমে শয়তানের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সব কিছুই জানা ছিল, তা সত্ত্বেও সে যতক্ষণ পর্যন্ত কাজে পরিণত করে প্রকাশ করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে নবী করীম ﷺ সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফিকী আমল দ্বারা প্রকাশ করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফিকগণ ইসলাম হতে খারিজ বলে প্রচার করেননি।

৬. বুয়ুর্গানে দীনগণ ফরমায়েছেন, আল্লাহর কোন বান্দার এই ধারণা রাখা উচিত নয় যে, আমি নির্দোষ এবং শয়তান আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। কুরআনে পাকে তিনি ফরমায়েছেন,

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۝

بَلِ اللّٰهُ يَزَكِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۝

অর্থাৎ ‘তোমরা কেউ নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করিও না।’<sup>৩</sup>

‘বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পবিত্র ও নির্দোষ করেন।’<sup>২</sup>

দেখুন, শয়তান কত বড় নবী হযরত আদম ﷺ-কে ধোঁকা দিয়ে নাফরমানিতে লিপ্ত করিয়েছে, তার ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পাওয়া একমাত্র আল্লাহ পাকের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। যেমন- আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطٰنَ الرَّكْبٰی ۝

<sup>১</sup> আদ-দায়লামী, আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব, খ. ২, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ৩৬৬৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস র. থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১০৫, হাদীস: ৬৫০২, হযরত আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নাযম, ৫৩:৩২

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৪৯



অর্থাৎ ‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ পাকের ফযল ও রহমত না হত তবে তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর সকলেই শয়তানের অনুকরণে লিপ্ত হয়ে যেতে।’<sup>১</sup>

৭. আমাদের জন্য আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, শয়তান অধিকাংশ লোককে স্ত্রীলোকদের দ্বারা ধোঁকা দিয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত করিয়ে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ».

‘স্ত্রীলোকেরা শয়তানের রশিস্বরূপ।’<sup>২</sup>

কোন পুরুষকে শয়তান নিজে ধোঁকা দিতে না পারলে স্ত্রীলোকদের দ্বারা মিষ্টি কথা দিয়ে যোগাযোগ করে নাফরমানিতে লিপ্ত করে দেয়।

দেখুন, হযরত আদম ﷺ-এর নিকট শয়তান ষড়যন্ত্র করে কামিয়াব হতে না পেরে বিবি হাওয়া ﷺ-এর দ্বারা আদম ﷺ-কে ধোঁকায় লিপ্ত করিয়ে নেয়। তাই আমাদের উচিত স্ত্রীলোকদের মিষ্টি কথা শুনে বিরোধী কোনো পরামর্শ গ্রহণ না করা।

৮. আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, ভালো-মন্দ সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছার দ্বারা হয়ে থাকে। এর মর্ম হচ্ছে, বান্দাগণ যাকিছু করতে চায় আল্লাহ তাআলা তা করে দেন। যদিও তা পাপ কাজ হয়, অথচ তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নেই। তা সত্ত্বেও বান্দা নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার দ্বারা ক্ষমতা ব্যয় করে কাজ করে থাকে এবং এজন্য বান্দা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি প্রাপ্ত হয়। তাতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত আদম ﷺ-এর দ্বারা যা কিছু ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের কারণেই প্রকাশ হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের ইখতিয়ার ও স্বেচ্ছায় ওই কাজে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন বলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী হলেন।

৯. আরেকটি উপদেশ হল, দেখুন হযরত আদম ﷺ-এর দোষ ত্রুটিসমূহ যা কিছু প্রকাশ পেয়েছিল তা তিনি নিজের ওপর নিয়ে নিজেকে দোষী

স্বীকার করে নিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে তওবার পর ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু শয়তান নিজের দোষকে আল্লাহ পাকের ওপরই চাপিয়েছিল, নিজেকে নির্দোষ মনে করেছিল। সেজন্য সে লানত প্রাপ্ত হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত দোষী হয়ে গেল।

১০. আরও একটি উপদেশ হচ্ছে, যেকোনো লোকের সুন্দর ও সাজানো কথার ওপর মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেননা কুরআনে পাকে ইঙ্গিত রয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ  
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

অর্থ: ‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে দুনিয়ার জীবনে যাদের কথাবার্তা আপনাকে মুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত করে দেয়, অথচ তারই অত্যন্ত বিবাদ সৃষ্টিকারী।’

দেখুন, হযরত আদম ﷺ ও বিবি হাওয়া ﷺ-কে শয়তান সংউপদেশ দানকারী সেজে উভয়ের স্থায়ী শান্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে তাঁদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

১১. আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, আমাদের জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি কথায় কথায় হলফ করে থাকে বা কসম খেয়ে বিশ্বাসযোগ্য করানোর চেষ্টা করে, স্থান-বিশেষে তাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না। কেননা এক রেওয়াজে আছে, যেসব ব্যবসায়ী কসম করে মাল বিক্রয় করতে চায়, হতে পারে তার মালের মধ্যে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং শয়তানও খোদার কসম করে হযরত আদম ﷺ-কে ধোঁকায় লিপ্ত করিয়েছিল। তাই আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

১২. আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং এ জাতীয় যতকিছু রয়েছে সব শয়তানেরই হাতিয়ার-স্বরূপ। সে এসব হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষকে কুকর্ম ও কুরাস্তার দিকে নিয়ে যায়। কেননা গান-বাজনা দ্বারা মানুষের ভেতর পাপ কাজের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

দেখুন, হযরত আদম ﷺ ও হাওয়া ﷺ উভয়কে ময়ূরের নাচ ও সাপের তালযন্ত্র দ্বারা ধোঁকায় লিপ্ত করিয়েছিল। তাই আমাদের উচিত

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৮৩

<sup>২</sup> আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৩৮, হাদীস: ৫২১২, হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়মান থেকে বর্ণিত

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০৪

নাচ-গান, বাদ্যযন্ত্র, সিনেমা, বাইস্কোপ, থিয়েটার, ড্রামা ইত্যাদি সব শয়তানের হাতিয়ার হতে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা ও বিরত থাকা।

### হযরত মুসা عليه السلام-এর সাথে শয়তানের মুলাকাত

একদিন ইবলীসকে এক বৃক্ষের নীচে বৃদ্ধ লোকের বেশে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে হযরত মুসা عليه السلام-এর দয়া হয়। তিনি তার ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে শয়তান বলল, আমার দুঃখের কাহিনি হচ্ছে, মানুষ কত নাফরমানি করে কিন্তু তওবা-ইস্তিগফার করে নিলে মাফ পেয়ে যায়। আর আমি শুধু একবার নাফরমানি করাতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে, আমাকে তওবা করার সুযোগও দেওয়া হয়নি। তারপর সে হযরত মুসা عليه السلام-কে অনুরোধ করল, আপনি আল্লাহ তাআলার একজন মকবুল ও মুরসাল পয়গাম্বর, আপনি দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি যেন তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি।

মুসা عليه السلام তার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করলে এ শর্তে সুপারিশ কবুল হয় যে, ইবলীসকে আদম عليه السلام-এর মাযারের দিকে ফিরে সিজদা করতে হবে। যদি করে, তবে তার তওবা কবুল হবে এবং তাকে ক্ষমা করা হবে। তখন শয়তান বলল, আদম عليه السلام জীবিত থাকা অবস্থায় তার তায়ীমী সিজদা করিনি। এখন মৃত্যুর পর তা কেমন করে করব? আল্লাহ তাআলা মুসা عليه السلام-কে বললেন, ‘হে মুসা! আমি এজন্যই তাকে তওবার সুযোগ দেইনি। সে এত বড় গর্বকারী যে, দ্বিতীয় আর কেউ তেমন নেই। তা আমার জানা আছে, কিন্তু এর দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া হল।’ তখন হযরত মুসা عليه السلام জানতে পারলেন যে, প্রকৃতই তার যেমন নাম তেমন কাম।

### হযরত মুসা عليه السلام-এর নিকট শয়তানের তিনটি গোপন তত্ত্ব প্রকাশ

শয়তান হযরত মুসা عليه السلام-কে তিনটি গোপন তত্ত্ব বা তাদের কথা বলেছিল। সে বলেছিল, হে মুসা পয়গাম্বর! একথা আমার জানা ছিল যে, আমার কিছু হবে না এবং আমি সিজদাও করতে পারব না। কিন্তু আপনি আমার সুপারিশ করলেন এটি একটি ইহসান আমার ওপর রইল। তাই আমি এর বিনিময় হিসেবে আপনাকে তিনটি গোপন শর্ত জানিয়ে দিলাম। তিন অবস্থায় আমি মানুষকে খারাবির দিকে নিয়ে যেতে পারি।

১. প্রথম অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যখন ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে যায়। সে অবস্থায় আমি তার খুনের সাথে মিলিত হয়ে নিজেই তাদের শিরায় চলে থাকি এবং আমি যা ইচ্ছা তাই করিয়ে থাকি।
২. দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, যে সময় কোনো ঈমানদার ব্যক্তি জিহাদে শরীক হয় তখন তাদেরকে আমি ঘর-বাড়ি ও পরিবার-পরিজনের কথ স্মরণ করিয়ে শহীদের মর্যাদা হতে মাহরুম করিয়ে দেই।
৩. তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে, যেকোনো পুরুষ বেগানা স্ত্রী লোকদের সঙ্গে নির্জন স্থানে বা খালি ঘরে একত্র হয় সে অবস্থায় যতই ভালো লোক হোক না কেন, তাদের অন্তরে আমি কু-খেয়াল এনে দেই এবং প্রায় সময় কু-কাজেও লিপ্ত করিয়ে দেই। এজন্য আমাদের সাবধানে থাকা দরকার, যেন শয়তান তার মনোবাসনা পূর্ণ করায় সুযোগ না পায়।

### শয়তান কখনো কখনো বিপদমুক্ত হওয়ার

#### জন্য মানুষকে ভালো কথাও বলে থাকে

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা রাঃ একরাতে কিছু খাদ্যসামগ্রী পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, শয়তান উপস্থিত হয়ে খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তখন তিনি হামলা করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন তখন শয়তান বলে উঠল, আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আপনাকে একটি অতি-উপকারী কথা শিখিয়ে দেব। আবু হুরায়রা রাঃ তাকে ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করায় সে বলল, ‘যে ব্যক্তি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমাবে তার জন্য ফেরেশতা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, আমি যেন তাকে ধোঁকা দিতে না পারি।’<sup>১</sup>

এর দ্বারা প্রমাণ হল যে, শয়তান কখনও কখনও ভালো ভালো কথাও বলে থাকে, তবে তা বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য।

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩২৭৫:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ رَكْعَةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٌ فَجَعَلَ يَخْتُمُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَا تُفْعَلُكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكَرْبِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ».

### শয়তান কোনো সময় অল্প সওয়াবের কাজ দেখিয়ে বেশি সওয়াবের কাজ হতে মাহরুম করিয়ে দেয়

হযরত আমীরে মুআবিয়া রাঃ-কে একদিন অলসতার অবস্থায় পেয়ে বা আরামের ঘুমে দেরি করিয়ে শয়তান তার মস্তিষ্কে তার নামায কাযা করিয়ে দিল। হঠাৎ তিনি জাগ্রত হয়ে ভীষণ ক্রন্দন আরম্ভ করে দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে মাগফিরাতের জন্য তওবা করে নিলেন। পরে তাঁর আমলনামায় পাঁচশত রাকাত নামাযের সওয়াব লিখে দেওয়া হল। এতে শয়তান বড় লজ্জিত হয় এবং পরের দিন শয়তান নিজে গিয়ে নামাযের জন্য তাকে জাগিয়ে দিল, তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি আমাকে নামাযের জন্য জাগাচ্ছ? অথচ এটি তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হল মানুষকে সওয়াবের কাজ হতে বিরত রাখা।

এর জবাবে শয়তান বলল, হুযুর! আপনার নিকট লুকাতে পারলাম না। আমি একবার ফজরের নামাযের মূল্যবান সওয়াব হতে আপনাকে মাহরুম করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি আল্লাহর দরবারে এমনভাবে কান্নাকটি করেছিলেন যে, আপনার আমলনামায় আরও বেশি সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। তাই আজ আপনাকে জাগিয়ে দিতে এসেছি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, শয়তান মানুষকে ভালো কথা বা ভালো কাজের দ্বারাও শত্রুতা করে থাকে। যেমন মানুষকে অল্প সওয়াবের জন্য বেশি সওয়াবের কাজ হতে মাহরুম করিয়ে দেয়, এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। মাওলানা রুমী রাঃ মসনবী শরীফে এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।<sup>১</sup>

### কোনো মানুষ শয়তানের মতো হতে পারে কি?

কোনো এক বুয়ুর্গের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কি কাজ করলে আমি তোমার মতো হতে পারব? তখন সে বলল, তিনটি কাজ করলে আপনি আমার মতো হতে পারবেন। (১) নামায তরক করলে, (২) কথা বলার সময় মিথ্যা বললে এবং (৩) ওয়াদা খেলাফ করলে। একথা শুনে উক্ত বুয়ুর্গ বলেন, আমি যতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন এ তিনটি কাজ কখনও করব না।

একথা শুনে শয়তান বলল, আপনি আমাকে বড় ধোঁকা দিলেন, অথচ আমি কাউকেও এ ভেদের কথা বলিনি। তাই হলফ করে বলছি যে, কখনও

আর কাউকেও একথা বলব না। তাই সকলের জেনে রাখা উচিত যে, নামায তরক করা, মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খেলাফ করা মারাত্মক দোষ। এসব হতে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

‘কথা বলতে মিথ্যা বলা ও ওয়াদা করলে খেলাফ করা এবং আমানত রাখলে আত্মসাৎ করা মুনাফিকের চরিত্র।’<sup>২</sup>

### ফেরাউনের সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ

ফেরাউনের সঙ্গে ইবলীসের সাক্ষাৎ হলে ইবলীস তাকে নমস্কার দিয়ে বলল, দেখ আমি তোমার অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বয়স ও মান-মর্যদায় অনেক উত্তম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি খোদায়ির দাবি করিনি। আর তুমি প্রতি বিষয়ে আমার অপেক্ষা কম হওয়া সত্ত্বেও খোদায়ির দাবি করে বড় বেয়াদবি করেছ। তখন ফেরাউন বলল, ভাই ইবলীস! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কি করে এত বড় দাবি করার সাহস করলাম? আচ্ছা তুমি বল, এখন আমি তওবা করলে নিলে কি ভালো হবে? এর জবাবে ইবলীস বলল, খবরদার! তওবা করবে না। ফেরাউন বলল, কেন করব না? আমি তো বড় পাপী ও দোষী।

ইবলীস বলল, তুমি খোদায়ি দাবি করার পর মিসরবাসীরা তোমাকে খোদা বলে মেনে নিয়েছে। এখন যদি তুমি উক্ত দাবি হতে ফিরে যাও তবে তারা তোমাকে বাদ দিয়ে অন্য নেতা তালাশ করে নেবে এবং তখন তোমার কোন ইজ্জত সম্মান থাকবে না। তখন ফেরাউন ইবলীসের সাথে হাত মিলিয়ে বলল, ধন্যবাদ। তুমি আমাকে বড় উপকারী কথা বললে, তাই তোমার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ। তারপর সে ইবলীসকে বলল, আচ্ছা বল দেখি, তোমার আর আমার চেয়ে বড় দোষী কেউ আছে কি? ইবলীস বলল, হ্যাঁ, আছে। সে সেই লোক যার নিকট কেউ ওজর-আপত্তি পেশ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে কোনো আপত্তি শুনে না এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে না। উক্ত ব্যক্তি তোমার ও আমার চেয়ে বেশি পাপী।

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৩:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبَةُ الْمُتَنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ حَاجَةً».

<sup>২</sup> মাওলানা রুমী, মসনবী মা'নওয়ী, পৃ. ১২১

### শয়তানের ছয় প্রকারের ধোঁকা

কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণকে লক্ষ করে ফরমায়েছেন,

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا يُمِرُّكُمْ بِالسُّوءِ  
وَالْفَحْشَاءِ ﴿١١﴾

‘তোমরা শয়তানের তাবেদারি করিও না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন। সে তোমাদেরকে শুধু মন্দকাজের ও অশ্লীলতার নির্দেশ দিয়ে থাকে।’<sup>১</sup>

এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, শয়তান মানুষকে ছয় প্রকারের ধোঁকায় লিপ্ত করে থাকে:

১. যেকোনো প্রকারের ধোঁকা দিয়ে ঈমানদারের মহান দৌলত ঈমান বের করে নিতে চায়। যদি তাতে সফলতা লাভ করে তবে তার পেছনে যাওয়ার আর দরকার হয় না। কেননা ঈমান চলে গেলে অন্য কোনো নেক আমলের মূল্য থাকে না।
২. মানুষের আকীদা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য শয়তান যেকোনো প্রকারের চেষ্টা করে থাকে। কেননা মানুষের খারাপ আকীদা খারাপ কর্মসমূহ হতে অধিক মারাত্মক।
৩. যাদের আকীদা দোরস্ত রয়েছে তাদেরকে কবীরাহ গোনাহসমূহে লিপ্ত করতে চেষ্টা করতে থাকে।
৪. মুত্তাকী-পরহেজগার বান্দাদেরকে ষড়যন্ত্র করে কোনো একটি ছোট গোনাহ হলেও করিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কেননা কোনো সময় ক্ষুদ্র আঙুনের টুকরা হলেও তাতে বড় বড় বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
৫. যারা আজ-বাজে ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থেকে নেক কাজে সময় ব্যয় করাকে গুরুত্ব দেয় শয়তান তাদেরকে অযথা ও বেহুদা আলাপ-আলোচনার মধ্যে মশগুল করিয়ে সময় নষ্ট করে থাকে। যেন নেক কাজ করার সময় হতে মাহরুম থেকে যায়।
৬. যদি কোনো নেককার বান্দার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ করাতে শয়তান কামিয়াবি না হয় তবে তাকে অল্প সওয়াবের কাজে লিপ্ত করিয়ে বেশি

সওয়াবের কাজ হতে মাহরুম করিয়ে দেয়। যেমন- রাতদিন নফল নামাযে মশগুল থেকে অনেককে দীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ হতে মাহরুম রাখে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, এ জটিল দুষ্ট হতে সাবধান থাকা। কেননা শয়তান প্রত্যেকের নিকট নতুন নতুন ও বেশ ধরে উপস্থিত হয়।

### পনের প্রকার মানুষের প্রতি শয়তান নারায়

১. নবী ও অলী, ২. সুবিচারক শাসক, ৩. আজিযী ও বিনয়কারী ধনী, ৪. সৎ ব্যবসায়ী, ৫. নম্র ও বিনয়ী আলেম, ৬. মুসলমানের উপকারকারী, ৭. দয়ালু ঈমানদার, ৮. তওবাকারী, ৯. পরহেজগার ব্যক্তিগণ, ১০. যারা সর্বদা অযু রাখেন, ১১. দানশীল ব্যক্তি, ১২. চরিত্রবান, ১৩. পরোপকারী লোক, ১৪. সর্বদা কুরআনে পাক তিলাওয়াতকারী ও ১৫. তাহাজ্জুদগোয়ার লোক।

### দশ প্রকার মানুষের প্রতি শয়তান খুব খুশি

১. জালেম শাসক, ২. অহংকারী ধনী, ৩. অসৎ ব্যবসায়ী, ৪. শরাবী, ৫. চোগলখোর বা কথা নকল করে ঝগড়া সৃষ্টিকারী, ৬. রিয়াকারী, ৭. সুদখোর-ঘুষখোর, ৮. এতীমের মাল ভক্ষণকারী, ৯. যাকাত অনাদায়কারী ও ১০. দীর্ঘ আশা-পোষণকারী।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত, ভেবে-বুঝে কাজ করা ও চলাফেরা করা এবং যেসব কর্ম দ্বারা শয়তান সম্ভ্রষ্ট থাকে সেসব কাজ হতে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। আর যেসব কাজ দ্বারা শয়তান নারায় সেসব কাজে অটলভাবে কায়ম থাকা। কেননা আমাদের আসল মকসুদ হচ্ছে আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি লাভ করা, তা দ্বারা শয়তান শত অসম্ভ্রষ্ট থাকুক তাতে আমাদের কি আসে যায়, বরং তার অসম্ভ্রষ্টি ও বিরোধিতা করার দ্বারা আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি পাওয়া যায়।

### শয়তান সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা

আল্লাহ তাআলা যখন শয়তানকে নাফরমানির জন্য জান্নাত হতে বের করে দিলেন এবং কহর ও গযব দ্বারা ধ্বংস করার উপক্রম করলেন তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করল যা কুরআনে পাকে বর্ণিত রয়েছে,

قَالَ أَنُظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١١﴾

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৬৮-১৬৯

অর্থাৎ ‘হে আমার প্রভু! আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত সময় দান করুন। আল্লাহ তাআলা ফরমাইলেন, নিশ্চয়ই তোমাকে সময় দেওয়া হল।’<sup>১</sup>

তখন সে প্রতিজ্ঞা সহকারে বলল,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۝

অর্থাৎ ‘হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু আমাকে তুমি গোমরাহ করেছ, আমি নিশ্চয়ই আদমের আওলাদদেরকে পৃথিবীতে খারাপ কার্যসমূহ সুন্দররূপে সজ্জিত করে দেখাব এবং সকলকে গোনাহে লিপ্ত করিয়ে গোমরাহ করে দেব। কিন্তু যারা তোমার খাঁটি বান্দা তাদেরকে আমি গোমরাহ করতে পারব না।’<sup>২</sup>

তারপর আল্লাহ তাআলা ফরমালেন,

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكَيْسٌ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ

অর্থাৎ ‘এটিই আমার সিরাতে মুস্তাকীম বা সরলপথ। আর তা হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মাদী ﷺ, যারা এ পথের অনুসারী হবে নিশ্চয়ই তারা আমার খাঁটি বান্দায় পরিগণিত হবে। আর তাদের ওপর তোমার কোন কারসাজি চলবে না, কিন্তু যারা তোমার পায়রবী করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা রয়েছে।’<sup>৩</sup>

### শয়তান দুনিয়ায় এসে দল গঠন করল

দুনিয়াতে ইবলীস ও নফস (মানুষের অভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তি) একে অপরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, আমরা সম্মিলিতভাবে আদম-সন্তানকে বরবাদ করার চেষ্টা করব এবং তাদের দীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকব। ইবলীস বলল, আমি তাদের দ্বারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা এবং

ইবাদতের কাজসমূহ হতে ফিরিয়ে গোনাহের কাজসমূহের প্রতি আকৃষ্ট করব। নফস বলল, আমি কুখোয়াল ও কুকাজের উত্তেজনা সৃষ্টি করে যেকোনো প্রকারে খারাপ কাজে লিপ্ত করাব। দুনিয়া বলল, আমি তাদের নিকট সুন্দরভাবে সেজে উপস্থিত হব ও আমার ওপর পাগল বানিয়ে পূর্ণ দুনিয়াদার করে আল্লাহ পাকের স্মরণ ও ইবাদত-বন্দেগি হতে সরিয়ে গাফেল করে দেব।

### শয়তানের মি'রাজ

এক বেইলম বুয়ুর্গ অনেক দিন যাবৎ ইবাদতে মশগুল ছিলেন। শয়তান তাকে কোনো প্রকার ধোঁকা দিতে না পেয়ে এক রাতে খাবে (স্বপ্নে) এসে বলল, আপনি আল্লাহ তাআলার মকবুল বান্দা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। তাই এখন আমি আপনাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য বোরাক নিয়ে এসেছি। বোরাকের ওপর সওয়ার হোন (আসলে তা ছিল একটি গাধা)। তিনি মনে করলেন, এটা সত্য হতে পারে। কেননা আমি অনেক বছর যাবৎ ইবাদত করে আসছি। তারপর তিনি গাধার ওপর সওয়ার হলেন।

শয়তান তাকে এক বড় ঝোঁপ-ঝাড় ও কাঁটায় পূর্ণ জঙ্গলের ওপর নিয়ে গেল। তিনি তখন চিৎকার করছিলেন। শয়তান বলল, চুপ থাক দোস্ত, বন্ধুর মুলাকাতে যেতে হলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। যখন একবারে পাহাড়ের ওপর পৌঁছে গেল তখন বোরাক (গাধা) তাকে পিঠ হতে ফেলে দিল। তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন। সকাল বেলা লোকজন তাকে দেখতে পেল যে, তিনি পায়খানায় কাপড় চোপড় নাপাক করত কাতর আওয়াজ করছেন। এটা ছিল শয়তানের মি'রাজ।

### নফস ও শয়তানের কুপরামর্শ

কোনো এক বুয়ুর্গ অনেক দিন যাবৎ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন এবং নিজ নফসের সাথে জিহাদে রত ছিলেন। দিনদিন তার মর্যাদা আল্লাহ পাকের দরবারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এতে তার নফস অত্যন্ত লালসিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল। এজন্য নফস শয়তানের নিকট পরামর্শ চাইল এবং বলল, এ বুয়ুর্গের ইবাদতের তলোয়ারের কষ্ট আমার বরদাশত হচ্ছে না। শয়তান তাকে পরামর্শ দিল, তুমি তাকে অপর একটি ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত কর। নফস তার পরামর্শ অনুযায়ী সুযোগের সন্ধানে রইল।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪-১৫

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৯-৪০

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৪১-৪৩

একদিন কিছুসংখ্যক মুজাহিদ লোক জিহাদে রওয়ানা হতে দেখলে উক্ত বুয়ুর্গের মনের ভেতর জিহাদের উৎসাহ পয়দা করে দিল। সেই সঙ্গে এও খেয়াল জাগিয়ে দিল যে, জিহাদে শরীক হয়ে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং বেঁচে থাকলে গাযী হবে। উক্ত সময় ওই বুয়ুর্গ আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তাই আল্লাহ পাক তার অন্তরে ও জ্ঞানে নফসের ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি মনে মনে বললেন যে, কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে,

إِنَّ النَّفْسَ لَكَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ

অর্থাৎ ‘নিঃসন্দেহ যে, নফস মানুষকে কুকাজের প্রতি নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু যাকে আল্লাহ পাক দয়া করেন সেই রক্ষা পায়।’<sup>১</sup>

তখন তিনি আল্লাহর দেয়া ক্ষমতায় নফসকে লক্ষ করে বললেন, হে নফস! তুমি আমাকে কেন ভালো ও বেশি সওয়াবের উপদেশ দিচ্ছ? তখন সে উত্তরে বলল, হে আল্লাহর অলী! আপনার নিকট লুকানোর কিছু নেই। কেননা আল্লাহ পাকের সাহায্য আপনার সাথে রয়েছে। আমি সত্য ও গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিচ্ছি। আপনার ইবাদত ও মেহনতের তলোয়ার দ্বারা রাত-দিনে কতবার মারা যাচ্ছি, আবার জিন্দা হচ্ছি। এখন আমি শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী মনে করলাম, আপনাকে জিহাদে শরীক করিয়ে যদি শাহাদাত বরণ করাতে পারি তা হলে বারবার কষ্ট পাওয়া হতে আমি রক্ষা পাব এবং তা দ্বারা দিন-রাত নফসের সাথে জিহাদ করে কতবার যে আপনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছেন তা হতে মাহরুম করিয়ে দেব।

এ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, নফস শয়তান কোনো কোনো সময় অল্লসওয়াবের কাজে লিপ্ত করিয়ে অনেক ভালো ও বেশি সওয়াবের কাজ হতে মাহরুম করে দেয়। এ কারণেই বুয়ুর্গানে দীনগণ বলে থাকেন যে, কোনো ভালো ও সওয়াবের কাজ করতে হলে পীর-মুরশিদের ইজাযত নিয়েই করা দরকার, তা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

## দুনিয়ার রহস্য

দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে দুনিয়ার লোভ ও মুহাব্বত গ্রেপ্তার হয়ে কত মানুষ যে ধ্বংসের পথে পতিত হয়েছে তা কারও অজানা নয়। ভেবে দেখুন,

নমরুদ, ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ, ক্বারুন সবাই দুনিয়ার মুহাব্বতে জড়িত হয়ে মালাউন ও মরদুদে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন- হযরত বু’আলী কলন্দর ৷ তাঁর মসনবী কিতাবে ফরমায়েছেন,

بهر دنیا آن یزید نا خلف ☆ دین خود کرده برائے او تلف

অর্থাৎ ‘দুনিয়ার মুহাব্বতের কারণে অযোগ্য ও নাফরমান ইয়াযীদ নিজের দীন বরবাদ করে দিয়েছে।’

অন্যত্র তিনি ফরমায়েছেন,

زال دنیا چون در آمد در نکاح ☆ کرد بر خود خون آن سید مباح

অর্থাৎ ‘বৃদ্ধ দুনিয়া যখন পাত্রী সেজে ইয়াযীদের বিয়েতে আবদ্ধ হয়ে গেল তখন সে একজন আওলাদে রাসূল ৷ হযরত হুসাইন ৷-এর রক্ত নিজের ওপর হালাল করেছিল।’<sup>২</sup>

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, হযরত ইমাম হাসান ৷ ও হযরত হুসাইন ৷-কে তরবারি দ্বারা শহীদ করা সবগুলোর মূলে ছিল দুনিয়ার মুহাব্বত।

## এক বুয়ুর্গের নিকট নারীর বেশে দুনিয়ার আত্মপ্রকাশ

আল্লাহ পাকের একজন অলী দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা এবং সর্বপ্রকার কাজ-কর্ম ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর দুনিয়া চমৎকার সাজে একটি সুন্দরী রমণীর বেশ ধরে ওই অলীর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাকে দেখে অতিআশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? উত্তরে সে বলল, আমি একজন নারী, কিছুদিন আপনার খেদমতে থেকে কিছু পুণ্য হাসিল করতে চাই। তখন তিনি বললেন, আমি কারও দ্বারা কোন খেদমত নেওয়ার ইচ্ছা রাখি না। কিন্তু সে বারবার বলতে থাকল, হযুর আমাকে স্থান দিন, আমি আপনার খেদমত করব।

তখন তিনি চিন্তা করলেন, এমনও হতে পারে যে, নারীর ফাঁদে পড়ে আমার ইবাদতসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ পাক! তুমি আমাকে এ নারীর উপস্থিত হওয়ার

<sup>১</sup> বু’আলী কলন্দর, মসনবী, পৃ. ১৬

<sup>২</sup> বু’আলী কলন্দর, মসনবী, পৃ. ১৬

ভেদ অবগত করাও। তখনই আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা শুনলেন এবং তার অন্তরে ইলহাম করে দিলেন, তুমি নিজেই তার নিকট হতে ভেদ জেনে নাও। তাই তিনি উক্ত নারীকে লক্ষ করে বললেন, খোদার কসম করে বল, তুমি কে? জবাব দিল, হুযুর, আমি হলাম দুনিয়া। আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে এসেছি।

এই হচ্ছে কলবে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত স্থান পেয়েছে না অন্য কিছুর মুহাব্বত রয়েছে তার পরীক্ষা। তারপর তিনি জানতে চাইলেন যে, অনেক দিন যাবৎ দুনিয়ার নাম শুনছি। যদি তুমি দুনিয়া হও তবে তোমার বুড়ি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তোমাকে তো তরুণীর মত দেখাচ্ছে। উত্তরে সে বলল, হুযুর, আমাকে কোনো বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ গ্রহণ করেনি। এজন্য আমার দেহের জওয়ানী স্থায়ী রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, দুনিয়াদারগণ প্রত্যেকেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের মতো। পীর-বুয়ুর্গগণের অভিমতও তাই। যেমন-মাওলানা রুমী رحمۃ اللہ علیہ মসনবী শরীফে ফরমায়েছেন,

خلق اطفال اند جز مست خدا ☆ نیست بالغ جز رهیده از هوا

অর্থাৎ ‘আল্লাহ পাকের অলীগণ ব্যতীত সকল মানুষই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা নাবালেগ। কেননা তাদের মতে যেসব লোক নফসের খারাবি হতে মুক্ত নয় তারা প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য নয়।’<sup>১</sup>

দুনিয়া বলল, এজন্যই আমার রূপের পরিবর্তন ও শরীরের ঘাটতি আসেনি। পূর্ণবয়স্কের সংস্পর্শ ও মিলন দ্বারা ধীরে ধীরে শরীরের পরিবর্তন প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাকের কোনো নবী বা অলী দুনিয়ার সাথে জড়িত হননি এবং ঘনিষ্ঠতাও অর্জন করেননি। অথচ তারাই হলেন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের তুল্য। অতঃপর তিনি উক্ত নারীকে সরিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করত আপন দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

### হযরত ঈসা عليه السلام ও দুনিয়াদারদের একটি ঘটনা

হযরত ঈসা عليه السلام এক ইহুদির সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর নিকট তিনটি রুটি ছিল। তিনি রুটিগুলো ইহুদির নিকট জমা রাখলেন। পথিমধ্যে সে একটি রুটি খেয়ে ফেলল। অতঃপর ঈসা عليه السلام যখন রুটিগুলো ফেরত

চাইলেন, সে রুটি ফেরৎ দিয়ে বলল, আমাকে দুইটিই দিয়েছিলেন। সে মিথ্যা বলল। তাদের সঙ্গে কোনো সঙ্গী ছিল না, তাই তিনি চুপ করে রইলেন। কিছু দূর চলার পর তিনটি মোহর-সোনার আশরফি পাওয়া গেল। তা উঠিয়ে তিনি বললেন, একটি আমার জন্য আর একটি তোমার জন্য, অপরটি যে ব্যক্তি সেই রুটি খেয়েছিল তার জন্য। এভাবে চোরের চালাকি ধরা পড়ল।

পরে হযরত ঈসা عليه السلام তিনটি টুকরাই সেই ইহুদিকে দিয়ে অন্য পথে রওয়ানা হলেন। নিজের জন্য একটিও রাখলেন না। পরে জানা গেল যে, তিনজন ডাকাত উক্ত ইহুদি হতে মহোরগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে কতল করে দিল। অতঃপর তিনজনে বসে বিবেচনা করত একজনকে খাদ্য আনার জন্য বাজারে পাঠাল। সে বাজারে গিয়ে নিজে খানাপিনা শেষ করে অন্যদের জন্য বিষ মিশ্রিত করে কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসল। ইচ্ছা ছিল উভয়কে বিষমিশ্রিত খাদ্য খাইয়ে সে নিজে সব সোনার মালিক হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে উক্ত দুই ব্যক্তিও কুমতলব করে বসেছিল যে, সে বাজার হতে আসা মাত্র তাকে হত্যা করে ফেলবে এবং তার সোনার আশরফি ভাগ করে নেবে। তাই সে বিষমিশ্রিত খাদ্য আনার পরই তারা দুইজন তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর তারা সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য খেল। ফলে তারা দুইজনও মৃত্যুমুখে পতিত হল। পরে ঈসা عليه السلام ওই পথে ফিরে আসতে দেখতে পেলেন যে, তিনটি লোক মরে পড়ে রয়েছে। এর দ্বারা প্রামাণ হল যে, অতিরিক্ত লিপ্সার ফল ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। এটা হতে সকলের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

### ধর্মীয় চিন্তাবিদদের অভিমত

শয়তান হচ্ছে দোষখের দালাল, দুনিয়া তার পুঁজি, তাই কাফিররা তার হাতে দীন ও ঈমান বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করেছে। তারা তার হাতে নিজ ঈমান বন্ধক রেখে দুনিয়াতে জড়িত হয়ে পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে এবং মুত্তাকী-পরহেজগার ও আল্লাহ পাকের অলীগণ দীন ও ঈমানকে মজবুতভাবে ধরে দুনিয়াদারিকে অন্তর হতে বের করে দিয়েছেন।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত শায়খ আবু মাদায়ান رحمۃ اللہ علیہ নামক বুয়ুর্গের নিকট শেকায়েত করল, হুযুর শয়তান আমাকে অত্যধিক পেরেশান করছে। তিনি বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। তাই আল্লাহ পাকের দেয়া ক্ষমতা দ্বারা শয়তানের নিকট

<sup>১</sup> মাওলানা রুমী, মসনবী মা’নওয়ী, পৃ. ৬৮

জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? শয়তান উত্তরে বলল, সে আমার দুনিয়া দখল করেছে। যদি সে আমার দুনিয়া ছেড়ে দেয় আমিও তার দীন ঈমান ছেড়ে দেব এবং পেরেশানি দেওয়া হতে বিরত থাকব যে ব্যক্তি দুনিয়া খরিদ করে লয় সে বড় আহমক ব্যবসায়ী। উক্ত ব্যবসায়ীর মুনাফা অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি হবে। আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ফরমায়েছেন,

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٣٠﴾

অর্থাৎ ‘এ দুনিয়াবি হায়াত ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।’<sup>১</sup>

ঈমানদারগণ দুনিয়ার আসবাব সংগ্রহ করার মধ্যে ধোঁকায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকার দরুন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের দ্বারা সাবধান করে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ».

‘দুনিয়ার মুহাব্বতই সমস্ত পাপের মূল।’<sup>২</sup>

যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বত স্থান পায় তবে তা দ্বারা সে যেকোনো প্রকারের নাফরমানি ও শরীয়ত-বিরোধী কাজ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। যদি কেউ বলে, দুনিয়ায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া কি মানুষ চলতে পারে?

তার উত্তর হল, দুনিয়ায় অতটুকু লিপ্ত হওয়া জাযিয় যতটুকু দুনিয়াবি সামান জরুরত রয়েছে। জরুরি সামান সংগ্রহ করতে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং তাকে দুনিয়াও বলা যায় না। যেমন আল্লামা রুমী رحمه الله মসনবী শরীফে ফরমায়েছেন,

چيست دنیا؟ از خدا غافل بدن ☆ ننی تماش و نقره و فرزند و زن

অর্থাৎ ‘সোনা-রূপো, আওলাদ-ফরযন্দ ও স্ত্রী এসবকে দুনিয়া বলা হয় না, বরং যারা মানুষ আল্লাহ পাক ও তাঁর নির্দেশাবলি হতে দূরে সরে যায় তাকে দুনিয়া বলা হয়।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫

<sup>২</sup> আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৩৭, হাদীস: ৫২১২, হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

<sup>৩</sup> মাওলানা রুমী, মসনবী মা’নওয়ী, পৃ. ২২

উল্লিখিত কুরআন ও হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, দীন ও ঈমান এবং শরীয়তের সীমায় ভেতর থেকে জরুরি দুনিয়াবি সামান সংগ্রহ করা শরীয়ত বিরোধী নয়, বরং দুনিয়া হাসিল করার জন্য সীমালঙ্ঘন করে ঈমান আমলের পরোয়া না করাই শরীয়তে নিষিদ্ধ। কুরআনে পাকের ভাষায় এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ পাক ফরমায়েছেন, তোমরা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়াকে, বেশি প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।’<sup>১</sup>

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রয়োজনবোধে আখিরাতকে ঠিক রেখে দুনিয়ায় জড়িত হওয়া ধর্মবিরোধী নয়, বরং আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়া লাভ করাই শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয়। কারণ দুনিয়া হল অস্থায়ী আর আখিরাত স্থায়ী। এটিকে হযরত আল্লামা রুমী رحمه الله উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন,

آب در کشتی، هلاک کشتی است ☆ آب اندر زیر کشتی، پستی است

অর্থাৎ ‘স্টিমার ও নদীর পানিতে এমন সম্পর্ক যে, একে অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। তিনি বলছেন, অবশ্য পানি যদি স্টিমারের বাইরে ও নীচে থাকে তবে স্টিমারের জন্য সাহায্যকারী হয়। কিন্তু যদি স্টিমারের কোনো ছিদ্র দ্বারা পানি স্টিমারের ভেতর প্রবেশ করে তবে তা স্টিমারের জন্য ধ্বংসকারী হয়ে যায়।’<sup>২</sup>

এ উদাহরণ পেশ করে তিনি আল্লাহর বান্দাদের একথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, স্টিমারের সঙ্গে পানির সম্পর্ক যে রকম, বান্দাদের সঙ্গে দুনিয়ার সম্পর্কও সেই ধরনের। যদি আল্লাহ ও রসুলের হুকুম-আহকাম মেনে দরকার মাফিক দুনিয়াতে জড়িত হয় তা হলে দুনিয়া তাদের জন্য সাহায্যকারী স্বরূপ হয়। আর যদি তা পরোয়া না করে অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বতকে স্থান দেয় তবে দুনিয়া ধ্বংসকারী হয়ে দাঁড়ায়। পার্থক্য হচ্ছে, এ স্টিমারের ধ্বংস হলে প্রাণ হারাতে হয়। আর মানুষের জিন্দেগির জাহাজ যদি নাফরমানির দ্বারা ধ্বংস হয় তবে ঈমান হারাতে হয়। বর্ণিত আছে,

«طَالِبُ الدُّنْيَا مُؤَنَّتْ، طَالِبُ الْعُمْبِي مُخَنَّتْ، طَالِبُ الْمَوْلَى مُذَكَّرٌ».

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ’লা, ৮৭:১৬-১৭

<sup>২</sup> মাওলানা রুমী, মসনবী মা’নওয়ী, পৃ. ২২



অর্থাৎ ‘দুনিয়া প্রার্থীরা হচ্ছে নারী সমতুল্য। আখিরাতের প্রার্থীরা হিজড়া বা খোজা সমতুল্য। আর যারা একমাত্র আল্লাহর প্রার্থী, তারাই হচ্ছে প্রকৃত পুরুষ।’

তাই সত্যিকার আল্লাহঅলাদের পেছনে দুনিয়া দৌড়াতে থাকে। কেননা আল্লাহ পাক স্বয়ং দুনিয়াকে লক্ষ করে বলেছেন, হে দুনিয়া! তোমাকে যারা পেতে চায় আমি তাদেরকে চাই না, আর যারা আমাকে চায় তুমি তাদের প্রার্থী হয়ে যাও। এজন্য হযরত ইবরাহীম আদহাম عليه السلام বলেছেন, «طَالِبُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الْهَارِبُ» অর্থাৎ যারা দুনিয়া ত্যাগ করে ভাগতে চায় দুনিয়া তাদেরকে অশ্বেষণ করে থাকে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে,

«الدُّنْيَا أَضْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَحِجَابُ بَيْنِ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ».

অর্থাৎ ‘দুনিয়া হচ্ছে সকল ফাসাদের মূল এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা-স্বরূপ।’

এজন্য কোন এক বুয়ুর্গ ফরমায়েছেন,

☆ از دل بیرون کشم غم دنیا و آخرت ☆ خانه جای رخت باشد یارای دوست

অর্থাৎ ‘আমি আমার দিল হতে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা বের করে দিয়েছি। কেননা ঘর হয়তো আসবাবপত্র রাখার জন্য হবে বা দোস্তের দর্শনের জন্য হবে।’

সারকথা হচ্ছে যে, ঘর বাড়ির মধ্যে যেমন কোনো কোনো কামরা মালের গুদামস্বরূপ ব্যবহার করা হয় এবং কোনো কোনো কামরা সুন্দর সাজানো বাথলো বা মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনুরূপভাবে অন্তরকে হয়তো দুনিয়ার মুহাব্বতের জন্য বরাদ্দ করা হবে অথবা আল্লাহর মুহাব্বতের জন্য। এজন্য আল্লাহর একজন প্রেমিক বান্দা বলেছেন যে, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অন্তর দান করেছেন, তাকে যদি দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা ও দুনিয়ার লোভ-লিস্সা দ্বারা ভরপুর করে রাখা হয় তা হলে তা মালের গুদামস্বরূপ হবে। তাই আমি আমার অন্তরকে আল্লাহর মুহাব্বতের আলো ও যিকির-আযকারের দ্বারা সাজিয়ে রেখেছি এবং আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করার আশায় স্পেশাল বা রিজার্ভ রুম হিসেবে নির্দিষ্ট করেছি। আর এক বুয়ুর্গ ফরমায়েছেন,

حَسَنَهُ خَالِي كُنْ دَلَامَنْزِلِ جَانَانِ شُود.

অর্থাৎ তিনি নিজেকে লক্ষ করে বলেন, ‘হে দিল! তোমার অন্তরের স্থানকে সকল কিছু হতে খালি করে নাও যেন তা মাশুকের আসনে পরিণত হয়।’

যেমন- পবিত্র বাণী «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ» (মুমিনের কলব হচ্ছে আল্লাহর আসন)¹ দ্বারা একথারই ইঙ্গিত বোঝা যায়। উপরোক্ত মকামের মর্যাদা লাভ করত হযরত বড় পীর সাহেব عليه السلام বলেছেন,

بے حجابہ درآ از درِ کاشانه ما ☆ کہ کے نیست بجز حبِّ تودر خانہ ما

অর্থাৎ ‘আমার প্রভু! তুমি আমার অন্তরের স্থানে পর্দা বা আড়াল ব্যতীত স্থান গ্রহণ করে নাও। কেননা এখন আমার অন্তরে একমাত্র তোমার মুহাব্বত ব্যতীত আর কোনো কিছুর স্থান নেই।’²

এজন্য আমাদের উচিত যে, কোনো অলী আল্লাহর সংশ্রবে থেকে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত লাভ করত অন্তরকে পরিপূর্ণ করে নেওয়া, যেন দুনিয়ার লোভ-লিস্সা সেখানে স্থান না পায়। যদি কেউ বলে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জন করা হলে সুখে-শান্তিতে দিন কাটবে, গরীব-মিসকিনের সাহায্য এবং ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ লাভ হবে। এ অবস্থায় দুনিয়াদারিতে খারাবি কি?

আসলে সেই লোকদের দুনিয়াদারিই আল্লাহ, রসূল ও অলী-আল্লাহগণের নিকট নিন্দনীয় ও বর্জনীয় যারা মিথ্যা, ফেরেববাজি, দাগাবাজি ও শরীয়ত-বিরোধী পন্থা অবলম্বন করে দুনিয়ার আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদ যোগাড় করে, ফরয-ওয়াজিব তরক করে আর বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে এবং নানা প্রকার অসৎ উপায় দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করে থাকে। এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে,

«الدُّنْيَا زُورٌ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالزُّورِ».

¹ আল-আজলুনী, কাশফুল খিফা ওয়া মুহীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, খ. ২, পৃ. ১১৬, ক্রমিক: ১৮৮৬; (খ) আস-সাগানী, আল-মওযুআত, পৃ. ৫০, হাদীস: ৭০, এটি একটি প্রবচন, হাদীস হিসেবে অপ্রমাণিত।

² আল-জিলানী, দিওয়ানে হযরত গউসুল আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃ. ১

অর্থাৎ ‘দুনিয়াটি হল মিথ্যা ও ধোঁকায় মিশ্রিত। তাই মিথ্যা ও ধোঁকায় মিশ্রিত পন্থা অবলম্বন করা না হলে দুনিয়া হাসিল করা সম্ভবপর নয়।’

অপরপক্ষে নবী করীম ﷺ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মাল-দৌলত উপার্জনকারীদের প্রশংসা ও উৎসাহ দান করেছেন।

### হযরত ঈসা ﷺ-এর সম্মুখে দুনিয়ার বিধবা নারীরূপে প্রকাশ

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা ﷺ একদিন দুনিয়াকে দেখতে পান যে, বিধবা স্ত্রীলোকের ন্যায় পিঠ ঝুঁকানো অবস্থায় মাথায় রঙিন কাপড় পরিধান করত তার এক হাত মেহদি রঙিন অপর হাত রক্তের দ্বারা রঙিন। এ রকম দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এই বেশ ধারণ করার কারণ কী? উত্তরে সে বলল, আমার পুত্রের মৃত্যুশোকে আমার পিঠ ঝুঁকে পড়েছে, আমার স্বামীকে খুন করার কারণে আমার হাত রক্তে রঙিন হয়েছে। আমার রঙিন কাপড় পরিধানের কারণ হচ্ছে, মানুষকে আমার প্রতি আকর্ষিত করা। অপর হাত মেহদি রঙে রঙিন করার কারণ হচ্ছে, এখন আমি নতুন স্বামী গ্রহণ করেছি। একথা শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।

তখন সে বলে উঠল, এর চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্র আমার প্রতি আশেক হয়। এক ভাইয়ের মৃত্যুর পর আর এক ভাই। এভাবে হাজার লোকই আমার প্রতি আশেক হয়েছে। কিন্তু আমি কাউকেও চাই না। কেননা আল্লাহ তাআলা রোজ হুকুম ফরমাচ্ছেন, হে দুনিয়া! যারা তোমার প্রার্থী, আমি তাদেরকে চাই না এবং তুমিও আমার প্রার্থীদেরকে চেয়ো না। তাদের নিকট তুমি বিশ্লিষ্টরূপে আসবে, যেন তারা তোমাকে ত্যাগ করে আমার প্রার্থী হয়ে যায়। আর আমার সম্ভ্রুতি লাভ করার সামান হচ্ছে, ঈমান ও নেক আমল। এজন্য আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ দুনিয়া হতে পরহেজ করে চলেন এবং দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটিয়ে যান। অভাবগ্রস্ত হলেও দীন ও ঈমান দোযখের দালাল শয়তানের নিকট বিক্রয় করেন না।

### দুনিয়াবাসীগণ তিন প্রকার

১. সুফিয়ায়ে কেরামের মতে খাঁটি দুনিয়াদারগণ পানিতে মাছের মতো সর্বদা বসবাস করে থাকে। মাছ যেমন পানির সম্পর্ক এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ

করতে চায় না, অনুরূপভাবে দুনিয়াদারগণও দুনিয়া হতে পৃথক হতে চায় না।

২. খাঁটি ওলামায়ে কেরাম হাঁসের ন্যায়। তাঁরা স্থলে খোরাক তালাশ করে খায়। অধিকাংশ সময় জলে ডুব দিয়েও খোরাক তালাশ করে খায়। কিন্তু ঘাটে বা উপরে উঠলে সর্বাঙ্গকে পানি হতে পরিষ্কার করে নেন।

৩. সুফিয়ায়ে কেরাম ও বুয়ুর্গানে দীনগণ বক পাখীর ন্যায়। তারা পুকুর বা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে নিজের খোরাক যোগাড় করে নেয়। কিন্তু পানিতে ডুব দেয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উল্লিখিত তিন প্রকার লোকের সকলে একই দুনিয়াতে বাস করে নিজ নিজ খোরাকের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু তাদের পন্থা ও পেশা একই ধরনের নয়। তাই সকল চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উচিত তারা যেন বুয়ুর্গানে দীনের জিন্দেগি হতে উপদেশ হাসিল করেন এবং তা অনুসরণ করে কাল যাপন করেন।

### দুনিয়াদারিতে সতর্কতা অবলম্বন

এক বুয়ুর্গ ফরমায়েছেন,

هر که بادیگ هم نشین شد جامه خود سیاه کرد۔

তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে উপদেশ হিসেবে মুসলমান ভাইদের লক্ষ করে বলছেন যে, ‘যদি ভাত বা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু ডেগের মধ্যে পাক করা হয় তা থেকে নিজ জামা কাপড় সাবধানে রেখে একটুখানি দূরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ কর। কেননা অসাবধানতাবশত যদি ডেগের সঙ্গে জামা কাপড় লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর তবে তোমার জামা কাপড়ে নিঃসন্দেহে কালি লেগে যাবে।’

সারকথা হচ্ছে, দুনিয়া এক ধরনের ডেগস্বরূপ। তাই আমাদের উচিত সাবধান থেকে রঞ্জি-রোজগারের ব্যবস্থা করে নেওয়া। যদি দুনিয়ার সাথে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা করা হয় তা হলে বেঈমানী, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা ইত্যাদি পাপকাজের কালি ও নাপাকি মুখ, হাত, কলব, দীন ও ঈমান ইত্যাদি দাগি করে দেবে। হাদীস শরীফে আছে,

«الدُّنْيَا حَيْفَةٌ، وَطَالِبُهَا كِلَابٌ».

অর্থাৎ ‘দুনিয়া হল মৃত জন্তুর ন্যায়। এর অন্বেষণকারীরা কুকুরের ন্যায়।’<sup>১</sup>

এ হাদীসের ব্যাখ্যা-স্বরূপ হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী رحمہ اللہ ফরমায়েছেন, তিনি নিজের অন্তরকে লক্ষ্য করে বলছেন,

براستخوان مردار روز شکستی چوں سگای ☆ یکتا نہ شکستی زان دندان شکستی ای دل

‘হে আমার অন্তর! তুমি কুকুরের মতো মৃত জন্তুর হাড় নিয়ে অনেক দিন ব্যয় করেছ, অথচ তুমি তা থেকে কোনো প্রকার স্বাদ লাভ করতে পার না, বরং তোমার নিজের দাঁতেরই ক্ষতি সাধন করেছ।’

অর্থাৎ কুকুর যেমন মৃত জন্তুর হাড় নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করে তা থেকে উপকৃত হতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনিচ্ছায় ত্যাগ করে চলে যেতে হয় এবং অনেক সময় দাঁতও নষ্ট করে ফেলে তদ্রূপ দুনিয়া প্রার্থীরা দুনিয়া দুনিয়া করে জীবনের অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে। পরিশেষে তারাও অনিচ্ছায় দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যায় এবং মূল্যবান হায়াতকে বরবাদ করে দেয়।

### বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও তাঁর দাসীর ঘটনা

কথিত আছে, বাদশাহ হারুনুর রশিদ তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে হতে একটি কাল ও কুশী দাসীকে অত্যধিক পছন্দ করতেন এবং সর্বদা তাকে পাশে রাখা পছন্দ করতেন। কোনো সময়ে তাকে না দেখলে তালাশ করে নিতেন। কিন্তু তাঁর উযীর ও আমীরগণের মধ্যে এ বিষয়টি সমালোচনার বস্তু হয়ে পড়ল। যখন একথা বাদশাহর কর্ণগোচর হল, তখন তিনি সকলকে ডেকে এক মজলিসের আয়োজন করলেন। তা দেখে উযীরগণ হযরানিতে পড়ে গেলেন। কেননা তাঁদের সাথে কোনো প্রকার পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ করে মজলিস ডাকার কারণ তাদের বুঝে আসছিল না।

তারপর বাদশাহ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি জান আজকের এ মজলিস কেন ডাকা হয়েছে? এর জবাবে তাঁরা বললেন, জাহাপনা! আমরা কেউই সে বিষয়ে অবগত নই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের

প্রত্যেককে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এখনই আমি স্বেচ্ছায় আমার নিজকেসহ রাজ-দরবারের সমস্ত জমাকৃত আসবাবপত্র কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া নিলাম করে দিলাম। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের চাহিদ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী তোমরা নিয়ে যেতে পার। একথা শোনামাত্র তারা প্রত্যেকেই মজলিস ত্যাগ করে যার যে বস্তুর প্রতি আগ্রহ ছিল তা লাভ করার জন্য দৌড়ে যেতে লাগল।

ওই অবস্থায় বাদশাহকে একা ছেড়ে সকলে চলে গেল। কিন্তু সেই কুশী দাসীই তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়ে গেল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কেন দাঁড়িয়ে রয়েছ? লোকেরা তো সকল জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। যাও তুমিও কিছু ধরে নাও। এর জবাবে সে বলল, আমি আপনাকে নিয়ে নিলাম। তা শুনে বাদশাহ দ্বিতীয়বার মিটিং ডাকলেন এবং নির্দেশ পাওয়ামাত্র পুনরায় সকলে সমবেত হলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান দ্বিতীয়বার কেন তোমাদেরকে ডাকা হল? তার জবাবে তারা বললেন, আমরা কিছুই জানি না। তখন তিনি বললেন, দেখ তোমরা যে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছ, কেন আমি এ কালো-কুশী বাঁদিকে অত্যধিক ভালবেসে থাকি তা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করানোর জন্য আমি সকলকে সমবেত করেছি।

তোমরা সকলেই নিমক হারাম ও বেওফা কর্মচারী। অনেক দিন যাবৎ এ রাজ-দরবারে বেতন ভোগ করে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে লালন-পালন করছ, তোমাদের রক্ত, মাংস ইত্যাদি এ পয়সার দ্বারা পালিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তোমাদের অন্তরে আমার প্রতি খাঁটি ভক্তি ও মায়ামমতার লেশমাত্রও নেই। সামান্য দুনিয়াবি আসবাবপত্রের লোভ-লিপ্সার মধ্যে পড়ে সকলে আমাকে বাদ দিয়ে এবং ভুলে সেই দিকে ঝাপিয়ে পড়লে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তোমরা সবাই স্বার্থান্বেষী, কিন্তু তোমরা দেখে নাও, যার সম্পর্কে তোমরা সমালোচনা ও কুৎসা রটিয়েছিলে সেই একমাত্র আমার খাঁটি ওফাদার ও ভক্তিশীল, নিঃস্বার্থ দরদি। সে কোনো স্বার্থ লাভ করার জন্য আমার পাশ হতে এক পাও এদিক-ওদিক নড়ল না এবং সে আরও বলল, আমি একমাত্র বাদশাহকে চাই, আর কিছুর লোভ-লালসা আমার অন্তরে নেই। অতএব তোমরা জেনে রাখ যে, যে সবকিছু ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে চায়। কাজেই কেন আমি তাকে ভালবাসব না? এজন্য তোমাদের সমালোচনা মূল্যহীন।

অতঃপর তারা সকলে লজ্জিত হয়ে বাদশাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মূলত আল্লাহ তাআলাও দুনিয়াকে মানুষের বা তার খাঁটি বান্দাদের

<sup>১</sup> আস-সাগানী, *আল-মওযুআত*, পৃ. ৩৮, হাদীস: ৩৬, এটি একটি প্রবচন, হাদীস হিসেবে অপ্রমাণিত।

পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যারা সেসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহর সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজের মূল্যবান জীবনের সময় ও বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করে চলে যাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন না। আর যারা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়গুলির পেছনে জীবনের পুঁজিসমূহ ব্যয় করে যাবে সে বিশী আদম-সন্তান হোক বা ধনহীন হোক আল্লাহ তাকেই নিজের সমাদরের স্থানে স্থান দেবেন এবং ভালবাসবেন। সে বিষয়ের প্রতি কোনো এক বুয়ুর্গ ইঙ্গিত করেছেন,

آن کس که ترا شناخت جان را چه کند ☆ فرزند و عیال و خانمان را چه کند  
دیوانه کنی هر دو جهانش بدی ☆ دیوانه تو هر دو جہاں را چه کند

‘রাব্বুল আলামীন! যারা তোমার পরিচয় হাসিল করেছে তারা শুধু দুনিয়া নয়, প্রাণের বিনিময়েও তোমাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে। এমনকি আওলাদ ফরয ও ঘর-গৃহস্থির দিকে তাদের পরোয়া থাকবে না। তারা তোমায় বিনে তা নিয়ে কি করবে?’

হে প্রভু! তুমি একদিকে তোমার প্রার্থী বান্দাদেরকে মোহ-মায়া দান করে দেওয়ানা করেছ। অন্য দিকে দোজাহানের নায-নেয়ামতের সম্মুখীন করিয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিয়েছ। কিন্তু যারা তোমার দেওয়ানা তারা তোমাকে ছাড়া সেসব নিয়ে কি করবে?’<sup>১</sup>

সারকথা হচ্ছে, নানা প্রকার ঘটনা ও প্রমাণাদি পেশ করে সকল ভাইদের পরিষ্কারভাবে একথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, শয়তান নফস ও দুনিয়া সম্মিলিতভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তাই সব ভাইদের প্রতি বিশেষ করে আল্লাহর পথের পথিকদের প্রতি উপদেশ হিসেবে সাবধান বাণী পেশ করলাম, তারা যেন ভেবে বুঝে সেসব গোপন শত্রু হতে রক্ষা পেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ গোপন শত্রুদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজেই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই তা দ্বারা মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হলে তারা দোষী হবে কেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে,

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ও বুদ্ধি-বিবেচনা এবং সুপথে ও কুপথে গমনের ইচ্ছা ও শক্তি দান করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি

মানুষ তাদের ধোঁকায় পড়ে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তবে কেন দোষী হবে না?

২. উদাহরণ-স্বরূপ একথাও বলা যেতে পারে যে, দেখুন রেল গাড়িতে যত লোকই আরোহণ করে থাকুক তা প্রত্যেককেই নিয়ে যাবে। তাদের নিকট টিকেট থাকুক আর নাই থাকুক এর কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু বিনাটিকেটে রেলে ভ্রমণ বেআইনি বলে রেলওয়ে স্টেশনে লেখা রয়েছে এবং এতে কোম্পানির অসন্তুষ্টি অনিবার্য। এছাড়া তদারকির জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারীও রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি বলতে চায় যে, রেলে বিনাটিকেটে ভ্রমণ করা যদি দোষণীয় হয় আর সেজন্য চেকিং অফিসারও যদি থাকে এবং কোম্পানির অসম্মতি এবং নোটিশ লেখাও থাকে তা সত্ত্বেও আমি দোষী কেন হব? সব মালিকেরই দোষ। কারণ তিনি রেল বানালেন কেন? বিনাটিকেটে আমাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছালেন কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এসব কথা গ্রহণযোগ্যও নয়। অনুরূপভাবে সৃষ্টিকর্তা ভালো-মন্দ সবকিছু সৃষ্টি করে পরিষ্কারভাবে পবিত্র কালামে পাকে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, কোনটি সুপথ আর কোনটি অসন্তুষ্টির পথ? এছাড়াও পথপ্রদর্শক হিসেবে নবীগণকেও প্রেরণ করেছেন। সতর্ক ও সাবধানকারী সত্যিকার ওলামায়ে কেরাম রয়েছে এবং পথের দিশারী হিসেবে পীর বুয়ুর্গগণ রয়েছে। এর দ্বারাও হেফাযতকারী ও নেকি-বদি পরীক্ষার ও ন্যায়-অন্যায়ের হিসেবের জন্য আল্লাহর বিজার্ভ ফেরেশতা সেই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। মানুষের নিকট ভালো-মন্দ পরিচয় করে চলার ইচ্ছাশক্তিও বিদ্যমান রয়েছে, যা দ্বারা তারা কুপথ ছেড়ে সুপথ, অন্যায় ত্যাগ করে ন্যায় অবলম্বন করতে পারে এবং পাপকাজ ত্যাগ করে পুণ্য কাজ ও বেআইনি না চলে আইন অনুযায়ী চলা এবং মালিকের অসন্তুষ্টির রাহ ছেড়ে। তার সন্তুষ্টির রাহ ইখতিয়ার করার ক্ষমতাও তার হাতে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ বলতে পারে কি, সেসবের জন্য আমরা দোষী হব কেন? সেই ধরনের প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন অমূলক ও অর্থহীন ছাড়া কিছুই নয়।

### ফেরকায় জবরিয়া

তারা কি নিজেদেরকে সেই বাতিল ফেরকা বা দলের মধ্যে গণ্য করতে চায় যারা বলে থাকে যে, আমরা নির্দোষ। কেননা আমরা ভালো-মন্দ ও

<sup>১</sup> মাওলানা রুমী, কুল্লিয়াতে শামসে তাবরীযী, পৃ. ১৩৫৬, ক্রমিক: ৪৯২

নেকি-বদির সওয়াব ও আযাবের কোনো রকম ক্ষমতাধারী নই। সৃষ্টিকর্তা যেভাবে চান বা চালান তাই আমাদের দ্বারা প্রকাশ পায়। তাদের দাবিকে অযোগ্য ও নাকচ করে দেওয়ার জন্য হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী رحمہ اللہ স্বীয় মসনবী শরীফে উদাহারণ-স্বরূপ ছোট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

যেমন কোনো এক ব্যক্তি এক বাগানে ঢুকে ফল নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। বাগানের মালিক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? কেন আমার বাগানে বিনাঅনুমতিতে ঢুকেছ এবং ফল খেতে আরম্ভ করেছ? তখন সে বলল, আমি আল্লাহর বান্দা, বাগানও আল্লাহর, আল্লাহর হুকুমেই আমি ফল খাচ্ছি, তাতে আমার দোষ কি? অতঃপর মালিক তাকে বেত দ্বারা মারতে আরম্ভ করল। তখন সে বলল, কেন আমাকে মারছ? উত্তরে মালিক বলল, আমি আল্লাহর, বেতও আল্লাহর আর আল্লাহর হুকুমেই তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি। তারপর লোকটি বলল,

گفت: توبہ کردم از جبر، ای عیار ☆ اختیار است، اختیار است، اختیار

‘আমি দোষ স্বীকার করত জবরিয়া মতবাদ হতে তওবা করে নিলাম এবং একথাও মেনে নিলাম যে, মানুষের নিকট ক্ষমতা রয়েছে, যা দ্বারা মানুষ ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলতে সক্ষম হয়।’<sup>১</sup>

যদি কেউ বলে যে, দুনিয়াতে আমাদেরকে হাসিল করার জন্য ডানে বামে আশেপাশে নানা প্রকার শত্রু রয়েছে। যেমন— দুনিয়া, শয়তান, নফস, লোভ, রিপু, হাসদ, রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, গর্ব, ঘৃণা, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি। অতএব আমরা কিভাবে এসব শত্রু হতে রক্ষা পেতে পারি? দেখুন হুঁশিয়ারিভাবে নিজেকে সামলিয়ে চলতে জানলে কদাচিৎ শত্রুর কবলে পড়তে হয়।

একথা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য আমি একটি উদাহারণ পেশ করছি। ভেবে দেখুন, আমাদের মুখের মধ্যে মাত্র একটি জিহ্বা বর্তমান রয়েছে। অথচ তার চতুষ্পার্শ্বে বত্রিশটি দাঁত শত্রু-স্বরূপ তার সন্ধানে রয়েছে, একটু মাত্র সুযোগ পেলেই তাকে জোরপূর্বক চেপে ধরবে এবং হাসিল করে দেবে। কিন্তু জিহ্বা নিজেকে এমন হুঁশিয়ারির সাথে সামলিয়ে শত্রুর কবলে থেকে কাল যাপন করে আসছে যে, খুব কমসময়ই তাদের কবলে এসে পতিত হয়। আমাদের জন্যে এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে।

সুতরাং আমাদের উচিত চিন্তা করে সজাগ থেকে সুযোগ বুঝে এ দুনিয়াতে জীবন যাপন করে যাওয়া এবং সর্বদা নেক কাজ ও সুপথে চলার জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চেয়ে নেওয়া। কু কাজ ও কুপথ হতে বেঁচে থাকার জন্য তার নিকট সাহায্য তলব করা এবং সদা-সর্বদা সুখে ও দুঃখে, আপদে-বিপদে, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যা কিছু দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায় তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়া।

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>(১৫)</sup>، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ<sup>(১৬)</sup>، سُبْحَانَ  
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ<sup>(১৭)</sup> وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ<sup>(১৮)</sup> وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>(১৯)</sup>

\*\*\*

<sup>১</sup> মাওলানা রুমী, মসনবী মা'নওয়ী, পৃ. ৩৩১

## গ্রন্থপঞ্জি

### আ

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আল-আজলুনী : আবুল ফিদা, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আল-জাররাহী আল-আজলুনী আদ-দিমাশকী (১০৮৭-১১৬২ হি. = ১৬৭৬-১৭৪৯ খ্রি.), কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ২০০ খ্রি.)
৩. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী: সিরাজুল হিন্দ, শাহ আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-উমরী আল-ফারুকী মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৫৯-১২৩৯ হি. = ১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.), তাফসীরে ফাতহুল আযীয = তাফসীরে আযীযী, মাতবায় মুজতাবায়ী, দিল্লি, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩১১ হি. = ১৮৯৩ খ্রি.)
৪. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
৫. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), মা'রিফাতুস সাহাবা, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

### ই

৬. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবারী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)
৭. ইসমাঈল হক্কী : ইসমাঈল হক্কী ইবনে মুস্তাফা আল-ইসতামবুলী আল-হানাফী আল-খালতী (১০০০-১১২৭ হি. = ১০০০-১১৭১৫ খ্রি.), রুহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

### জ

৮. আল-জিলানী : মুহুউদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, আবদুল কাদির ইবনে মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জগিদোস্ত আল-হুসাইনী আল-জীলানী/আল-কীলানী/আল-জীলী (৪৭১-৫৬১ হি. = ১০৭৮-১১৬৬ খ্রি.), দিওয়ানে হযরত গউসুল আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, রাজা রাম কুমার প্রেস লক্ষৌ, ইউপি, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)

### ত

৯. আত-তাবরীযী : আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (১০০০-৭৪১ হি. = ১০০০-১৩৪০ খ্রি.), মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
১০. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-

শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

#### ১১. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল সগীর*, আল-মাকতাবুল ইসলামী লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

#### ১২. আত-তিরমিযী

: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যাড সঙ্গ পাবলিশিং অ্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

#### দা

#### ১৩. আদ-দায়লামী

: আবু শুযা', শীরাওয়াযহি শাহারদার ইবনে শীরাওয়াযহি ইবনে ফানাখসরু আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), *আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

#### ফ

১৪. ফখরুদ্দীন আর-রাযী: ফখরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি. = ১১৫০-১২১০

খ্রি.), *মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

#### বা

#### ১৫. আল-বায়হাকী

: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

#### ১৬. বু আলী কলন্দর

: শাহ, শরফউদ্দীন, আবু আলী কলন্দর ইবনে আবুল হাসান শাহ ফখরউদ্দীন পানিপথী (৬০৫-৭২৪ হি. = ১২০৯-১৩২৪ খ্রি.), *মসনবী*, মালিক দীন মুহাম্মদ অ্যাড সঙ্গ পাবলিকেশন্স, লাহোর, পাকিস্তান

#### ১৭. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারুল তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

#### মা

#### ১৮. মাওলানা রুমী

: জালালউদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ আল-বলখী আল-কুনুওয়ী আর-রুমী (৬০৪-৬৭২ হি. = ১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), *মসনবী মানওয়ী*,

১৯. মাওলানা রুমী

চাপখানায়ে কালিলা খাওয়ার, তেহরান, ইরান  
(প্রথম সংস্করণ: ১৩১৫ শা. হি. = ১৯৩৭ খ্রি.)  
: জালালউদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল  
হাসান ইবনে আহমদ আল-বলখী আল-  
কুনুওয়ী আর-রুমী (৬০৪-৬৭২ হি. =  
১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), *কুল্লিয়াতে শামসে*  
*তাবরীযী*, মুওয়াসসা ইনতিশারাতে আমীরে  
কবীর, তেহরান, ইরান (চতুর্থদশ সংস্করণ:  
১৩৭৬ হি. শা. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২০. মুসলিম

: আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে  
মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী  
(২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-  
মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল*  
*আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ*  
*সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ*,  
দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী,  
বয়রুত, লেবনান

২১. মুহাম্মদ আহসান আস-সিন্দীকী: মুহাম্মদ আহসান ইবনে লুতফে আলী  
ইবনে মুহাম্মদ হাসান আস-সিন্দীকী আন-  
নানুতুবী (০০০-১৩৮৩ হি. = ০০০-১৮৬৬  
খ্রি.), *মুফহীদুত তালিবীন*, ফয়সল পাবলিকেশন্স  
দেওবন্দ, ইউপি, ভারত

﴿স﴾

২২. আস-সাগানী

: রযিউদ্দীন, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল  
হাসান ইবনে হায়দার আল-আদওয়ী আল-  
উমরী আল-কুরাশী আস-সাগানী আল-হানাফী  
(৫৭৭-৬৫০ হি. = ১১৮১-১২৫২ খ্রি.),  
*আল-মওয়াযাত*, দারুল মামুন লিত-তুরাস,  
দামেশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি.  
= ১৯৮৫ খ্রি.)

২৩. আস-সাফুরী

: আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম ইবনে  
আবদুর রহমান ইবনে উসমান আস-সাফুরী

আশ-শাফিয়ী (০০০-৮৯৪ হি. =  
০০০-১৪৮৯ খ্রি.), *নুযহাতুল মাজালিস ওয়া*  
*মুনতখাবুন নাফায়িস*, আল-মাতআবাতুল  
কাসতিলিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ:  
১২৮৩ হি. = ১৮৬৬ খ্রি.)

২৪. শায়খ সা'দী

: শায়খ, মুসলিহ উদ্দীন, শরফুদ্দীন ইবনে  
আবদুল্লাহ সাদী আশ-শীরাযী (৫৮০-৬৯১ হি.  
= ১১৮৪-১২৯২ খ্রি.), *গুলিস্তা*, দানিশা,  
তেহরান, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪)

﴿হ﴾

২৫. আল-হাকিম

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ  
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে  
নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম  
(৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-  
মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব  
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)